الله
رسول
محمد
أنصار الشريعة

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২৩ঈসায়ী

****

AL-FIRDAWS NEWS
আল-ফিরদাউস নিউজ

সূচিপত্র

৩১শে মে, ২০২৩......৪
৩০শে মে, ২০২৩......৭
২৯শে মে, ২০২৩......৯
২৮শে মে, ২০২৩......১১
২৭শে মে, ২০২৩......১২
২৬শে মে, ২০২৩......১৩
২৩শে মে, ২০২৩......১৮
২২শে মে, ২০২৩......১৯
২০শে মে, ২০২৩......২৩
১৯শে মে, ২০২৩......২৪
১৭ই মে, ২০২৩......২৮
১৬ই মে, ২০২৩......৩০
১৪ই মে, ২০২৩......৩০
১৩ই মে, ২০২৩......৩২
১১ই মে, ২০২৩......৩৪
১০ই মে, ২০২৩......৩৮
০৮ই মে, ২০২৩......৩৯
০৭ই মে, ২০২৩......৪০
০৬ই মে, ২০২৩......৪২
০৫ই মে, ২০২৩......৪৩
০৪ঠা মে, ২০২৩......৪৫
০২রা মে, ২০২৩......৪৮
০১লা মে, ২০২৩......৪৯

৩১শে মে, ২০২৩

সিলেবাস থেকে কবি ইকবালকে নিয়ে লেখা অধ্যায় বাদ দিল ভারত

ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাস থেকে কবি মোহাম্মদ ইকবালকে নিয়ে লেখা অধ্যায় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গত ২৬ মে শুক্রবার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় বলে কাউন্সিলের এক সদস্যের বরাত দিয়ে জানিয়েছে এনডিটিভি।

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ওই সদস্য বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে পরিবর্তনের একটি প্রস্তাব এসেছে। ওই প্রস্তাবে সিলেবাস থেকে ইকবালের ওপর থাকা একটি অধ্যায় বাদ দিতে বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত ভারতের শিয়ালকোটে জন্ম নেওয়া ইকবাল বিখ্যাত ‘সারে জাহা সে আচ্ছা’ গানের রচয়িতা। আল্লামা ইকবাল নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত পাকিস্তানের এই জাতীয় কবি ‘পাকিস্তান ধারণার’ জন্মদাতা হিসেবেও পরিচিত। ভারতে ব্যাচেলর অব আর্টসের (বিএ) ষষ্ঠ সেমিস্টারের একটি পত্রের ‘মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিকাল থট’ অধ্যায়ে এই কবির জীবনের নানান অংশ ও ভাবনা স্থান পেয়েছে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে সেটিকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এখন তাদের এ সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদে উত্থাপিত হবে, তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিলেবাসে ইকবালকে নিয়ে থাকা ‘ইকবাল: কমিউনিটি’ শিরোনামের অংশটি পর্যালোচনা করে দেখেছে বার্তা সংস্থা পিটিআই। ওই কোর্সে এ ধরনের যে ১১টি অংশ রয়েছে, তার লক্ষ্য হচ্ছে- আলাদা আলাদা চিন্তাবিদদের ধারণার ভেতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ও প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করা। কোর্সটিতে রামমোহন রায়, পণ্ডিতা রমাবাঈ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও ভিমরাও আম্বেদকের আলোচনাও আছে। বাকীদের সবকিছু স্বস্থানে বহাল থাকলেও মুসলিম হওয়ায় কবি মোহাম্মদ ইকবালের অংশটুকু বাদ দেওয়া হচ্ছে।

সিলেবাসে বলা হয়েছে, ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে যে ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য আছে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আভাস দিতেই এই কোর্সটি বানানো হয়েছে। কোর্সটির উদ্দেশ্য হচ্ছে- এর মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় চিন্তা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ বোঝাপড়ায় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা।

এদিকে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। তারা বলেছে, ভারত ভাগের জন্য ‘ধর্মান্ধ আধ্যাত্মিক তাত্ত্বিক’ ইকবালের দায় আছে।

অথচ, কিংবদন্তিতুল্য এই কবি ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশেই সমাদৃত। পাকিস্তান তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছে। অন্যদিকে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভারতীয় সৈন্যদের জন্য তৈরি করেছিল আল্লামা ইকবাল রচিত ‘সারে জাহাঁ সে আচ্ছা’ কবিতাটির কুচকাওয়াজ সংস্করণের সুর। প্রখ্যাত এই কবি ১৯৩৮ সালে মারা যান। প্রথম জীবনে তিনি উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতেন, পরে ফার্সি ভাষায়ও লেখালেখি করেছেন।

উল্লেখ্য, ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বছর দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে মোগল যুগ বাদ দিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন ইতিহাসবিদেরা। ইতিহাস থেকেও মুসলিমদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার ধারাবাহিক হিন্দুত্ববাদী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই কাজগুলো করা হচ্ছে বলেই মনে করে করেন বিশেষজ্ঞমহল।

তথ্যসূত্র:

1.Delhi University removes poet Mohd Iqbal, who wrote ‘Sare Jahan Se Acha’, from BA syllabus (Hindustan Times) - https://tinyurl.com/2ejt7yw4

'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে হজযাত্রীদের ওপর হামলা

হজ্বের মওসুম চলমান থাকায় মসজিদের মিম্বরে মিম্বরে এখন হজ্বের আলোচনা হচ্ছে। হজ্জযাত্রীদের মুখে তালবিয়া, কারো মনে আগামীর স্বপ্ন, আর কারো হৃদয়জুড়ে মক্কা-মদীনা দর্শনের স্মৃতি ও হাহাকার। আর এই হজ্জযাত্রীদের উপরেই এবার হামলে পড়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদ।

২৪ শে মে রাজস্থানের কোটায় হজযাত্রীদের বহনকারী একটি বাসে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের সাথে যুক্ত একদল হিন্দু হামলা চালায়।

হামলাকারীরা জয়পুর বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে বাসটিকে বাধা দেয় এবং মহিলা সহ যাত্রীদের উপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন হজযাত্রী মুসল্লি আহত হয়েছেন। এছাড়া হামলাকারীরা বাসেরও ক্ষতিসাধন করেছে।

হামলায় ভূক্তভুগীদের দ্বারা শেয়ার করা একটি ভিডিওতে, মহিলা ও শিশু সহ হজযাত্রীদের উপর ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দিতে শোনা যায়। তারা জানায় হিন্দু গুণ্ডারা বাসে ঢুকেছিল এবং বিশেষ করে তাদের মুসলিম পরিচয়ের কারণে তাদের টার্গেট করেছে। হামলাকারীরা যাত্রীদের লাঞ্ছিত করে এবং "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিতে বাধ্য করে। হামলাকারীরা বাসে থাকা যুবতী মুসলিম নারীদের অপহরণ করার হুমকি দিয়েছে।

হজ্জের মতো একটি পবিত্র ইবাদাতকে উপলক্ষ করে মুসলিমদের উপর চালানো এই হামলা খুবই স্পর্শকাতর বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাটিকে ইসলাম ও মুসলিমের ন্যূনতম উপস্থিতির ব্যাপারেও হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশের চূড়ান্ত ধাপ হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

1.‘Will abduct all women’: Hajj pilgrims attacked in Kota, coerced to chant ‘Jai Shri Ram’ by Hindutva extremists. https://tinyurl.com/333942r3

2.video link: https://tinyurl.com/469ey5n3

আমরা পাকিস্তানকেও হিন্দু জাতিতে পরিণত করব: হিন্দু ধর্মগুরু

ভারতকে হিন্দু জাতি হিসেবে ঘোষণা দিতে উঠে পরে লেগেছে হিন্দু ধর্ম প্রচারক বাগেশ্বর ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। মে মাসের শুরুর দিকে সে বলেছিল ভারত একটি হিন্দু জাতি এবং অচিরেই তা ঘোষণা করা হবে। তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই সে আবার বলেছে, পাকিস্তানকেও হিন্দু জাতিতে পরিণত করা সম্ভব।

গত ২৭ মে এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় এমন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। সে বলেছে, ‘যেদিন গুজরাটের মানুষ এভাবে একত্রিত হবে, শুধু ভারত নয়, আমরা পাকিস্তানকেও হিন্দু জাতিতে পরিণত করব।’

এর আগে, বিহারেও এমন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছিল ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। তখন সে বলেছিল, ‘হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের যে আগুন, তার সূত্রপাত বিহারেই ঘটবে।’

উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মগুরু ও হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রকাশ্যে অসংখ্যবার পুরো ভারত উপমহাদেশকে অখণ্ড ভারত বানানোর ঘোষণা দিয়েছে। তারা এমন অখণ্ড ভারত চায় যেখানে মুসলিমদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না বা থাকলেও মুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:
——
1. ‘Will also make Pakistan a Hindu nation…’: Bageshwar Dham’s Dhirendra Shastri -https://tinyurl.com/yshvey67
2. ‘India already Hindu nation…’: Baba Bageshwar creates controversy in Bihar –https://tinyurl.com/5yscmnk7

৩০শে মে, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের নিয়ন্ত্রণে আরেক শহর; অন্তত ২১৭ উগান্ডান সেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় সম্প্রতি জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন দখলদার উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ব্যাপক আকারে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে, এই অভিযানে নিহত উগান্ডান সৈন্য সংখ্যা ২১৭ ছাড়িয়েছে।

আশ-শাবাব কর্তৃক এই সামরিক অভিযানটি গত ২৬ মে ভোরে দক্ষিণাঞ্চলীয় বুলো মারির শহরে চালানো হয়েছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের "এটিএমআইএস" মিশনের অংশীদার উগান্ডার সৈন্যরা সেসময় ঐ ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল।

অভিযান শেষে উগান্ডান সামরিক ঘাঁটিটি আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পরে উগান্ডান বাহিনী বুলো-মারির শহর থেকে নিজেদের সকল সৈন্য সরিয়ে নেয়। ফলে রাজধানী মোগাদিশু থেকে মাত্র ৯৫ কিলোমিটার দূরের এই শহরটি ২ ঘন্টার লড়াই শেষে এখন আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে| ইতিপূর্বে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে শহরটি দখল করে রেখেছিল এটিএমআইএস বাহিনী।

ফটো রিপোর্ট একসাথে দেখুন: https://archive.org/details/img-20230529-180639-200

আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই সামরিক অভিযানের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2023/05/30/63280/

মুসলিম বয়েজ হোস্টেলের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়ায় বিজেপির প্রতিবাদ

ভারতের জয়পুরে মুসলিম ছেলেদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করতে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের জন্য এই জমি বরাদ্দ দেওয়ার প্রতিবাদে গত ১৮ মে জয়পুরের সাঙ্গানারে বিজেপি নেতা-কর্মীরা মিছিল করে। সেখানে একটি স্থানীয় বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই বরাদ্দ বাতিলের দাবিতে সাঙ্গানার বাঁচাও সংগ্রাম সমিতি হরতালও ডেকেছে।

সাঙ্গানারের বিজেপি এমএলএ অশোক লাহোতির মতে, ওয়াকফ বোর্ড রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনকে হাউজিং বোর্ডের "বিনামূল্যে" দেওয়া জমিটিতে হোস্টেলটি তৈরি করা হচ্ছে।

লাহোতি বলেন, “এই এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষরা কখনই এটা মেনে নিবে না...আমরা পরামর্শ দিয়েছিলাম হোস্টেলটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নির্মাণ করা হোক।”

এদিকে, জয়পুরের সাংসদ রামচন্দ্র বোহরাও সেই সমাবেশে অংশ নেয়। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহনকারী বিক্ষোভকারীরা পিঞ্জরাপোল গৌশালা থেকে সেক্টর-৫ হাউজিং বোর্ডের অফিস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে এবং একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।

জয়পুরের সাংসদ রামচন্দ্র বোহরা বলেছে, "আগে এই জায়গাটি হজ হাউসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, এবং রাজ্য সরকারকে মাথা নত করে বরাদ্দ বাতিল করতে হয়েছিল।"

"এ এলাকার অধিবাসীরা ৯০ শতাংশেরও বেশি হিন্দু। এখানে অন্য সম্প্রদায়ের জন্য হোস্টেল তৈরির কাজ চলছে। সুতরাং এটার অনুমতি দেওয়া যাবে না।"

তথ্যসূত্র:
1/ BJP protests land allotment for Muslim boys' hostel in Jaipur (Siasat)
-https://bit.ly/3IpdLV2
-https://bit.ly/3Wk8Eel

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মে ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/05/30/63272/

'আফগানিস্তান নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে উন্নতি করতে সক্ষম'

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ আফগানিস্তান। এ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশটি নিজের উন্নতি করতে সক্ষম বলে মন্তব্য করেছেন আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভী আমির খান মুত্তাকি। জাতিসংঘের সাথে এক সমন্বয় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।

গত ২৪ মে জাতিসংঘের আফগান অফিস এবং ইসলামি ইমারতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমন্বয়মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আফগানিস্তানের মানুষের প্রতি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে যেসকল সহায়তা করা হয়েছে সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। এ সময় তিনি বলেন, নিজেদের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদগুলো দিয়ে আফগানিস্তান উন্নত হতে পারে।

"চার দশক যাবৎ যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছে আফগানিস্তান। এখন সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা অর্জনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রয়োজন," বলেন মুত্তাকি।

এদিকে, আফগানিস্তানের সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাহায্য বিতরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, উক্ত বৈঠকে জাতিসংঘের আফগান অফিস ও ইসলামি ইমারতের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে একটি যৌথ সমন্বয় কমিটি গঠনে সম্মতি প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
1. Afghanistan has the Ability to Develop with its Major Natural Resources:Muttaqi - https://tinyurl.com/mryvhebs

---

২৯শে মে, ২০২৩

ভারতে গো-রক্ষা আইন কি মুসলিম নিধনের হাতিয়ার?

ভারতের দিল্লিতে গরু জবাইয়ের অভিযোগে দুই মুসলিমকে নির্মমভাবে মারধর করেছে কথিত গো-রক্ষকরা। গত ১৮ মে উগ্র গো-রক্ষাকারীদের দ্বারা ঐ মুসলিমদের নির্মমভাবে মারধর করার একটি ভিডিও প্রচার করেছে হিন্দুতভা ওয়াচ (Hindutva Watch)।

ভিডিওতে দেখা গেছে, মারধরের শিকার ঐ মুসলিম যুবকদের দিকে লাঠি ইশারা করছে আক্রমণকারীদের একজন। ক্যামেরার পেছনে থাকা এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায় যে, 'এই দুজনই গরু জবাই করতো। তারা গরু জবাই করার জন্য এই গোডাউন বানিয়েছিল।' তারপর ক্যামেরা ম্যান গোডাউনটি ঘুরে দেখায়।

যদিও ভিডিওটিতে পশু জবাইয়ের কোনো প্রমাণ নেই, নেই মৃত কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব। কোনো প্রমাণ ছাড়াই তারা মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে, তাদের সম্পত্তির ধ্বংস করছে। এই ঘটনাটি দিল্লিতে ঠিক কোথায় ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

একই দিনে, আরেকটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে যে, হিমাচল প্রদেশের শাহপুর জেলায় কথিত গো-রক্ষকরা একজন অসহায় মুসলিমের উপর আক্রমণ করছে। ভিডিওতে ঐ মুসলিম গরু ব্যবসায়ীর উপর আক্রমণ করে এক হিন্দু দাবি করে যে, তারা বেওয়ারিশ গবাদি পশু জড়ো করে বিক্রি করে। ভিডিওটিতে ঐ মুসলিম ব্যবসায়ীকে থাপ্পড় মারতে দেখা যায় এবং হিন্দু লোকটি তাকে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে।

ভারতে গো-রক্ষার নামে মুসলিমদের উপর এমন আক্রমণের বহু ঘটনা ঘটছে। গরু রক্ষার ছদ্মবেশে তথাকথিত গো-রক্ষক এবং বজরং দলের মতো উগ্রবাদী দলগুলোর সদস্যরা মুসলমানদের উপর হামলা করে চলেছে। গো-

রক্ষার নামে মুসলমানদের উপর হামলার করা হলে ভারতীয় প্রশাসনও নীরব ভূমিকা পালন করে। ফলে হিন্দু নেতারা আরও দামিম্ভকতার সাথে সেসব হামলা চালানোর কথা প্রকাশ্যে স্বীকারও করে। এমনকি মুসলিমদের উপর হামলা করতে গিয়ে কেউ আটক হলে তাদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করার ঘোষণাও দেয় তারা।

ভারতে কিছু প্রদেশে গরু জবাই নিষিদ্ধ হলেও এই আইনটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি গরু রক্ষার আড়ালে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতে ব্যবহার করছে। হরিয়ানার মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যে গরু রক্ষার জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্সও আছে যারা কথিত গো-রক্ষার নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে গো-রক্ষার নামে মুসলিমদের উপর আক্রমণ প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে গরু রক্ষাকারী আইনগুলি আসলে মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী দলের কর্মী এবং তথাকথিত গো-রক্ষকদেরকে এসব আইনের দ্বারা আরও ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যারা এসব বিচারবহির্ভূত হামলার শিকার হয় তাদের সুরক্ষার জন্য কোনো আইন নেই। এরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি। হরিয়ানার ভিওয়ানির বারওয়াস গ্রামে জুনায়েদ এবং নাসির নামে দুই মুসলিমকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

তাদের দুজনকেই বজরং দলের সদস্যরা অপহরণ করেছিল। পরে তাদেরকে গাড়ির ভিতরে আটকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে গরু চোরাচালানের অভিযোগ ওঠার পর এ ঘটনা ঘটে। জুনায়েদ এবং নাসিরকে হত্যার তিন মাসেরও বেশি সময় পার হলেও পুলিশ এখনও আসামীদের আটক করেনি।

এমনিভাবে, হরিয়ানার নুহ জেলার একটি গ্রাম হুসেনপুর। সেখানে গো-রক্ষক দল ওয়ারিশ, শওকিন এবং নাফিসকে ব্যাপক মারধর ও গালিগালাজ করে। পরবর্তিতে ওয়ারিশ মারা গেলে, তার পরিবার এবং শওকিন ও নাফিসের দাবি, ওয়ারিসের মৃত্যুর জন্য বজরং দল দায়ী।

এভাবেই কোনো প্রমাণ ছাড়াই মিথ্যে অভিযোগে নিরীহ-নিরাপরাধ মুসলিমদের উপর হামলা করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী কিছু গোষ্ঠী। মানব রচিত তাদের সংবিধানের দোহাই দিয়ে বিচারবহির্ভূত ভাবে হত্যা করা হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের। এদিকে মুখে ন্যায় বিচারের কথা বললেও, বাস্তবে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের আক্রমণের বেশিরভাগ ঘটনাতেই প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিন্দু আক্রমণকারীদের সহায়তাও করে ভারতীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা।

তথ্যসূত্র:

------

1. Two Muslim men brutally thrashed over allegations of Cow slaughter in Delhi - https://tinyurl.com/2p8vccj7

২৮শে মে, ২০২৩

বিএসএফের গুলিতে এবার বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত

ফের এক বাংলাদেশিকে শ্রমিককে খুন করলো ভারতীয় বাহিনী বিএসএফ। এ নিয়ে এক সপ্তাহে দুই বাংলাদেশিকে খুন করলো ভারতীয় বাহিনী। গত ২১ মে পঞ্চগড়ে তেঁতুলিয়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তেঁতুলিয়ার সীমান্তবর্তী করতোয়া নদীতে পাথর সংগ্রহ করছিল একদল বাংলাদেশি শ্রমিক। এ সময় বাংলাদেশি শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতের সীমান্তরক্ষীরা। এতে পলাশ নামের এক শ্রমিকের পেটে গুলি লাগলে নদীতে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ভারত বাংলাদেশ থেকে যে সুবিধা পাচ্ছে বা নিচ্ছে, এমনটা বিশ্বের আর কোন দেশ থেকে পাচ্ছে না। কিন্তু দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ সর্বদা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সাথে বৈরী আচরণ করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত কোন কারণ ছাড়াই বাংলাদেশিদের খুন করছে সীমান্তে।

খুনের এ ধারাবাহিকতা যে শুধু সীমান্তের ওপারেই ঘটছে তা নয়, খোদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খুনের ঘটনা ঘটাচ্ছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা।

চলতি মাসে কুমিল্লা, দিনাজপুর এবং পঞ্চগড়ে তিনজন বাংলাদেশিকে গুলি করে বিএসএফ। এর মধ্যে দুই জন নিহত ও একজন আহত হয়। তিনটি ঘটনাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিজিবি সদস্যরা বিএসএফকে চিঠি দিয়েছে বলে জানা গেছে। আর বাংলাদেশের কথিত গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে বারবার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনা হবে।

তথ্যসূত্র:

১। তেঁতুলিয়ায় বিএসএফের গুলিতে আহত পাথর শ্রমিকের মৃত্যু - https://tinyurl.com/3vbcpa4a

---

শাবাবের নিয়ন্ত্রণে আরও এক শহর: ১৩৭ শত্রুসেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন দক্ষিণ সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে একটি দুঃসাহসি অভিযান পরিচালনা করছেন। এই অভিযানে শতাধিক শত্রুসেনা নিহত এবং আরও অসংখ্য শত্রুসেনা বন্দী হয়েছে।

সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও দখলদার বাহিনীর মাঝে লড়াই চলছে বেশ তীব্র আকারে। হার না মানা শাবাবের দুঃসাহসী অভিযানগুলো কাঁপিয়ে দিচ্ছে শত্রুর মনোবলকে। গত ২৬ মে ভোরে তেমনই এক যুগান্তকারী অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট এই শাখাটি। দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় শহর বুলো-মারিরে অবস্থিত আফ্রিকান ইউনিয়নের (এটিএমআইএস) অংশীদার দখলদার উগান্ডান সেনাদের একটি বৃহৎ ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে অভিযানটি

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আশ-শাবাবের একটি ইস্তেশহাদী স্কোয়াড থেকে প্রথমে ঘাঁটিতে পৃথক শহীদি অপারেশন চালানো হয়। এরপর শাবাবের অন্যান্য ইনগিমাসী যোদ্ধারা ঘাঁটিতে প্রবেশ করে প্রবল আঘাত হানেন। এতে ধ্বসে পড়ে শত্রুর সমস্ত সামরিক কৌশল ও যুদ্ধের মনোবল। এই অভিযানে অন্তত ১০০ শাবাব যোদ্ধা অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। ১০ বছর ধরে শত্রু বলয়ে থাকা সামরিক ঘাঁটিটি ও শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে এই মুজাহিদগণ সময় নিয়েছেন মাত্র ২ ঘন্টা।

অভিযান শেষে আশ-শাবাবের সামরিক বিভাগ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, মুজাহিদগণ দুর্দান্তভাবে এই অভিযানের মাধ্যমে উক্ত সামরিক ঘাঁটিসহ বুলো-মারির শহরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। সেই সাথে এই অভিযানে দখলদার উগান্ডান বাহিনীর অন্তত ১৩৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। পাশাপাশি, আহত ও জীবিত অবস্থায় মুজাহিদদের হাতে বন্দী হওয়া এবং আত্মসমর্পণ করা সৈন্যদের সংখ্যাও অনেক। তবে কৌশলগত কারণে এসব বন্দীদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা গোপন রেখেছে আশ-শাবাব।

অপরদিকে আফ্রিকান ইউনিয়নের এই সামরিক ঘাঁটিতে থাকা অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান, গাড়ি ও সামরিক ট্রাকসহ অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন মুজাহিদগণ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য গনিমত পাওয়া আসবাবপত্র এতটাই বেশি ছিলো যে, হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন বুলো-মারির শহরের বাসিন্দাদেরকে ঐ সামরিক ঘাঁটির অবশিষ্ট সমস্ত সরঞ্জাম ও সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

২৭শে মে, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের শীর্ষ নেতাদের দীর্ঘ ৮ দিনের পরামর্শ সভার সমাপনী দৃশ্য ও ভিডিও

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীটি তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ভূমিতে একটি দীর্ঘ পরামর্শ সভার ডাক দিয়েছিল। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন আশ-শাবাব প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ অন্তত ১৩০ জন আলেম, স্থানীয় বিজ্ঞজন ও প্রবীণরা।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৮-১৫ মে পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ দিন ধরে চলা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের শীর্ষ নেতা শাইখ আহমেদ উমর আবু উবাইদাহ (আমির), শাইখ মোহাম্মদ আস-সুলদান (নায়েব), শাইখ আলী ধেরী (কেন্দ্রীয় মুখপাত্র), শাইখ আবু মুস'আব (সামরিক মুখপাত্র), শাইখ হাসান ইয়াকুব (জাকত বিভাগের প্রধান) হাফিজাহুমুল্লাহ সহ ইসলামি প্রদেশগুলোর সম্মানিত সকল গভর্নরগণ।

সম্মেলনে শাইখ আবু উবাইদাহ (হাফি.) পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের সামরিক অভিযান এবং অতি সম্প্রতি সুদানে সংঘটিত সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তিনি পূর্ব আফ্রিকায় চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলায় মুসলিমদের পদক্ষেপ কী হবে, তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সেই সাথে তিনি তাঁর বক্তব্যে, এই অঞ্চলে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইকে "ঈমান ও কুফরের মধ্যকার যুদ্ধ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সম্মেলন শেষে এই অঞ্চলে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখার বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ঘোষণা পত্র ও খসড়া তৈরি করা হয়। সেই সাথে সমাবেশ থেকে আলেমদের সম্মিলিত একটি ফতোয়াও জারি করা হয়।

দুই পর্বের ভিডিও সরাসরি অনলাইনে দেখুন:

https://ok.ru/video/5883045153486

https://ok.ru/video/5925201644238

ঐতিহাসিক এই সমাবেশের কিছু স্থির চিত্র দেখুন...

https://alfirdaws.org/2023/05/27/63245/

২৬শে মে, ২০২৩

হিন্দু পুলিশকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় গুলি করে বাবাকে খুন

ভারতে মধ্যপ্রদেশের শাজাপুর জেলায় হিন্দু পুলিশ কনস্টেবল সুভাষকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় মুসলিম পরিবারের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ক্ষুব্ধ সুভাষ বন্দুক নিয়ে মুসলিম নারী শিবানী খানের বাড়িতে পৌঁছায়।

সেখানে তাকে, তার বাবা ও ভাইকে গুলি করে সে। গুলিতে শিবানী খানের বাবা জাকির খান নিহত হন। গুরুতর আহত শিবানী ও তার ভাই রাজকে ইন্দোরে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

হামলার পরে পুলিশ কনস্টেবল সুভাষ একজনের ছবি দিয়ে ফেসবুকে লিখেছে, 'আমি ব্যর্থ হয়েছি, তাই এমন করেছি'। সুভাষ দেওয়াসে পুলিশ সদর দপ্তরে কনস্টেবল এবং ডিএসপির ড্রাইভার ছিল।

শাজাপুরের এসপি যশপাল সিং রাজপুত বলেছে, এক কনস্টেবল এক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় মেয়ে ও তার বাবা, ভাইকে গুলি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেয়েটির বাবা মারা যায়।

উল্লেখ্য, হিন্দুরা মুসলিম নারীদের ছলে বলে কৌশলে প্রেমের ফাদে ফেলে ধর্মান্তর ও বিয়ে করতে চায়। মুসলিম নারীরা তাতে রাজী না হলেই উগ্র হিন্দুরা মুসলিম নারী ও তার পরিবারে উপর হামলা চালায়। এটাকে তারা বাগওয়া জিহাদ নাম দিয়েছে। তাদের এই অপকর্ম ঢাকতে কাল্পনিক লাভ জিহাদের অপবাদ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের দ্বীন থেকে দুরে সরে যাওয়ার সুযোগে এখন হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর চড়াও হচ্ছে অহরহ।

তথ্যসূত্র:

----

1. मज़हब की वजह कर शादी से इंकार किए जानें से नाराज़ प्रेमी, पुलिस कॉन्स्टेबल सुभाष खराड़ी प्रेमिका शिवानी खान के घर 2 बजे रात में बंदूक लेकर पहुंचा। -https://tinyurl.com/yfpta2k2

ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ইসলামি ইমারত : আব্দুল গনি বারাদার

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের রাজনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার আখুন্দ হেরাতের একটি কার্পেট প্রস্তুতকারক ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছেন। এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

কারখানা পরিদর্শনের পাশাপাশি হেরাতের কার্পেট প্রস্তুতকরণের সাথে জড়িত বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন তিনি। সাক্ষাতে বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে ইসলামি ইমারতের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন।

ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদেরকে উপমন্ত্রী নিশ্চয়তা দান করেন, তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে ইসলামি ইমারত পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তাদের প্রতি ইসলামি ইমারত সরকারের আন্তরিক সমর্থনের কথা জানান

উপমন্ত্রী এবং যেকোনো সম্ভাব্য উপায়ে ইসলামি ইমারত তাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে বার বার নিশ্চিত করেন তিনি।

এসময় মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার আখুন্দ বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদেরকে নিজ দেশকে গড়ে তুলতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে উৎসাহ প্রদান করেন। আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের এই বিনিয়োগের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তার উপর বিশেষ আলোচনা করেন।

আগে আফগানিস্তানের কার্পেট রপ্তানি করতে অন্য দেশের নাম ও ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতো হতো। এখন গর্বের সাথে আফগানিস্তানের নামেই রপ্তানি করতে পারেন কার্পেট ব্যবসায়ীরা। হেরাতে কার্পেট কারখানার ক্রমবর্ধমান উন্নতি আজ আফগান কার্পেটের বাজারকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. IEA fully Committed to Support, Investors, Businessmen:Deputy PM Baradar - https://tinyurl.com/c6rmw7ue

---

আসামে আরো ৩০০ মাদ্রাসা বন্ধ করার ঘোষণা

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির উপর দমন-পীড়ন আবারো বাড়িয়েছে। সে আরো ৩০০টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে। গত ২০২২ সালের মার্চ মাসেও হিন্দুত্ববাদী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের ৬০০ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মার্চে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটকের বেলাগাভিতে বিজেপির সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, “আমি ৬০০টি মাদ্রাসা বন্ধ করেছি এবং আমি সব মাদ্রাসা বন্ধ করতে চাই। কারণ আমরা মাদ্রাসা চাই না। আমরা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চাই।”

২০২০ সালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বারা প্রবর্তিত একটি আইন অনুসারে, আসামের সমস্ত সরকার পরিচালিত মাদ্রাসাগুলিকে "সাধারণ শিক্ষা" প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে "নিয়মিত বিদ্যালয়ে" রূপান্তরিত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

২০২৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত হিসেব মতে, আসামে নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত উভয় মাদ্রাসা সহ মোট ৩,০০০ মাদ্রাসা রয়েছে। আসাম শিক্ষা কারিকুলামে মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ১৯৩৪ সাল থেকে শুরু হয়। যখন এটি চালু হয় এবং একই সাথে রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিল যে, রাজ্যটি ইসলামিক মৌলবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ইতিমধ্যেই মুসলিমদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মুসলমানদের বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে। অন্যায়ভাবে মসজিদ-মাদ্রাসা গুড়িয়ে দেওয়াকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

হিন্দুত্ববাদী আসাম প্রশাসন অনেক আগে থেকেই আসামের সকল মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। বিভিন্ন সময় উচ্ছেদ অভিযানের নামেও মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুড়িয়ে দিয়েছে এই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

তথ্যসূত্র:

1/300 more madrasas to be closed in Assam: CM Himanta Biswa Sarma (Muslim Mirror) -https://tinyurl.com/4xesmjav

---

সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনীর কনভয়ে অ্যাম্বুশ: ৬ ক্রুসডারসহ ৩৬ শত্রুসেনা হতাহত

সোমালিয়ার মার্কা শহরে সম্প্রতি এটিএমআইএস ও সরকারি মিলিশিয়াদের একটি যৌথ সামরিক কনভয়কে অ্যাম্বুশ করেছেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের অতর্কিত এই আক্রমণে শত্রু বাহিনীর অন্তত ২৭ সৈন্য নিহত এবং আরও ৯ সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ মে সোমালিয়ার মার্কা এবং জানালী শহরের সংযোগকারী সড়কে উক্ত সামরিক কনভয়টিকে লক্ষ্য করে পরপর ৩টি বিস্ফোরণ ঘটান শাবাব মুজাহিদিন। কনভয়টি এসময় ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন ও সোমালি মিলিশিয়াদের বহন করছিল বলে জানা যায়। ভারি এই বিস্ফোরণে সোমালি সেনাদের পাশাপাশি ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীও বিশাল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয় যে, মুজাহিদদের বরকত উক্ত অ্যাম্বুশে শত্রু বাহিনীর ২৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে দখলদার উগান্ডার সরকারি বাহিনীর ৫ সদস্যও রয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছে আরও ৯ সৈন্য।

হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের চৌকস গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ বেশ কিছুদিন ধরেই কনভয়টিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অবশেষে মুজাহিদগণ শত্রু কনভয়টিকে জুরাও এলাকায় তাদের তৈরি করা ফাঁদে আটকে ফেলেন এবং আক্রমণ শুরু করেন। এর মাঝেই চালানো হয় ঐ ৩টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ।

শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, মুজাহিদগণ সামরিক কনভয়ে তাদের প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটান উগান্ডার ক্রুসেডার বাহিনীর একটি তাওগা যান লক্ষ্য করে, যেটিকে ঘটনাস্থলেই উড়িয়ে দেয়া হয়। এসময় ৫ উগান্ডান সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য আহত হয়।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি পশ্চিমা সমর্থিত বিদ্রোহী মিলিশিয়াদের বহনকারী একটি সামরিক ট্রাককে আঘাত করে। এতে ট্রাকটি সেখানে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং ১৫ বিদ্রোহী সৈন্য মারা যায়, আরো ৩ সৈন্য আহত হয়।

তৃতীয় বিস্ফোরণটি বিদ্রোহীদের সাথে থাকা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা কর্নেল আবদির গাড়িতে আঘাত হানে। এতে কর্নেল সহ ৭ সোমালি সৈন্য নিহত হয় এবং অপর ৫ সৈন্য আহত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি বাহিনী ও দখলদার বাহিনীগুলোর উপর পরিচালিত শাবাব মুজাহিদিনের প্রতিটি আক্রমণের তীব্রতা আগের যেকোন সময়ের আক্রমনের তীব্রতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইয়েমেনে আল-কায়েদার ড্রোন অ্যাটাক বদলে দিতে পারে যুদ্ধের গতিপথ

ইয়েমেনে ফ্রন্টলাইনে শত্রুকে পরাভূত করতে নতুন রণকৌশল প্রয়োগ করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারুশ শরিয়াহ্। প্রতিরোধ বাহিনীটি সম্প্রতি শত্রু বাহিনীকে ধ্বংস করতে স্থল অভিযানের পাশাপাশি আকাশ পথেও ব্যাপক ড্রোন অ্যাটাক শুরু করেছে। সর্বশেষ গত এক সপ্তাহে ইসলামি এই প্রতিরোধ বাহিনীটি শত্রুদের লক্ষ্য করে পরপর ৪টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে। ফলশ্রুতিতে শত্রু বাহিনীর উচ্চপদস্থ একাধিক কর্মকর্তা হতাহতের শিকার হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ গত ১৬-২৪ মে পর্যন্ত ইয়েমেনে ৪টি ড্রোন হামলা চালিয়েছেন। এই আক্রমণগুলোর প্রথমটি গত ১৬ মে চালানো হয়। আর অন্যগুলি গত ২০ থেকে ২৪ মে সময়ের মধ্যে চালানো হয়। মুজাহিদদের এসব ড্রোন আক্রমণের প্রধান শিকারে পরিণত হচ্ছে আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়া ও "শাবওয়া প্রতিরক্ষা" বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। সূত্রমতে, তাদের সর্বশেষ ড্রোন আক্রমণটিও শাবওয়াহ প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

আল-মালাহিম মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, শাবওয়া অঞ্চলের মুসিনাআ জেলায় মুজাহিদগণ গত সপ্তাহে তাদের সর্বশেষ ড্রোন অ্যাটাকটি করেছেন। এই অপারেশনে মুজাহিদদের শিকারে পরিণত হয় শাবওয়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রথম ব্রিগেডের কর্মীরা, যাদের মাঝে এই ব্রিগেডের প্রধান আহমদ মুহসিন আল-সুলাইমানিও ছিলো। সে এই আক্রমণে আহত হয়।

ইতিপূর্বে আল-কায়েদা যোদ্ধারা শত্রু বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করতে স্নাইপার ব্যবহার করতেন। যেমন গত ১২ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত প্রতিরোধ যোদ্ধারা শত্রুদের লক্ষ্য করে ৭টি স্নাইপার অপারেশন চালিয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁরা স্নাইপারের পাশাপাশি ড্রোন দ্বারাও শত্রুদের টার্গেট করতে শুরু করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, আল-কায়েদা যদি ড্রোন আক্রমণের এই দ্বারা অব্যাহত রাখতে পারে এবং এর ব্যাবহার আরও নিখুঁত, শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করতে পারে, তবে এটি শত্রু শিবিরে ধ্বস নামাবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যার মাধ্যমে ভেঙে পড়বে শত্রুদের মনোবল।

সেই সাথে আকাশ পথের এই যুদ্ধ কৌশল আল-কায়েদা যোদ্ধাদের স্থল অভিযানে বাড়তি সহায়তা দিবে। এতে ফ্রন্টলাইনে শত্রুদের কৌশল সংকোচিত হয়ে পরবে, ফলে আকাশ ও স্থলপথে সমানতালে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হাতে পরাস্ত হতে থাকবে শত্রু বাহিনী। আর এই পরিস্থিতি বিরাজমান থাকলে খুব শীগ্রই যুদ্ধের গতিপথ বদলে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

সবমিলিয়ে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ইয়েমেনে আবারও সক্রিয় এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। ক্ষমতালোভী ক্ষমতাশীনদের কাছে তাঁরা হয়ে উঠছেন প্রধান প্রতিপক্ষ, আর জনগণের কাছে আশার প্রদীপ। আবইয়ান, হাদরামাউত ও শাবওয়াহ হতে শুরু হয়েছে তাদের নতুন জাগরণ।

২৩শে মে, ২০২৩

শাবাবের দুঃসাহসী অভিযানে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অন্তত ৫০ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের দুঃসাহসী সব অভিযানে লাগাতার পরাভূত হচ্ছে পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী। সম্প্রতি শাবাবের একদিনের অভিযানে ৫০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, গত ১২ মে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু সহ বিভিন্ন শহরে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ও পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি বাহিনীর মধ্যে অন্তত ১৩টি সামরিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শাবাবের এসকল অভিযানে পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, এদিন সোমালিয়ার সাবসাবলি, কাহদা ও বোরালো এলাকাতেই মুজাহিদগণ ৩টি পৃথক অপারেশন পরিচালনা করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় মুজাহিদগণ তাদের সফল একটি অভিযান পরিচালনা করেন রাজধানী মোগাদিশুর কাহদা জেলায়। এখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় উগান্ডায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক কনভয়। সেখানে শত্রুবাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায় এবং অন্যগুলো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুজাহিদদের সফল এই অভিযানে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৮ সৈন্য নিহত হয়, যার মধ্যে 'ম্যালেন' নামক একজন কর্নেলও রয়েছে। এছাড়াও এই অভিযানে আহত হয়েছে আরও ৩ সেনা।

একই দিন সকালে উক্ত জেলায় আরও একটি অপারেশন চালান শাবাব মুজাহিদিন। সূত্রমতে, ঐ অপারেশনে সোমালি বাহিনীর ৪ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে, মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি কনভয় এদিন সকালে মধ্যে শাবেলির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, যাদের লক্ষ্য ছিলো শাবাব নিয়ন্ত্রিত মধ্য শাবেলিতে বসবাসরত বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলা চালানো। কিন্তু হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন শত্রুদেরকে এই বর্বরোচিত হামলা চালানোর সুযোগ দেননি, বরং তাঁরা শত্রু কনভয়টিকে রাজ্যের সাবসাবলি এলাকাতেই নিজেদের শিকারে পরিণত করেন।

শাহাদাহ এজেন্সির প্রথমিক তথ্যমতে, উক্ত এলাকায় মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে শত্রু বাহিনীর অন্তত ২৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য। অবশেষে, মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের মুখে মার্কিন প্রশিক্ষিত সৈন্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালাতে বাধ্য হয়, তখন মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ভারী মেশিনগান সহ বেশ কয়েকটি যানবাহন গনিমত হিসাবে উদ্ধার করেন।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর ওডিগলি জেলাতেও একটি অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ-শাবাবের মুজাহিদগণ। অভিযানটি সোমালি বাহিনীর একটি ফুট টহল দলকে লক্ষ্য করে চালানো হয়। এতে শত্রু বাহিনীর অন্তত ৭ সৈন্য হতাহত হয়।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মে ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/05/23/63213/

২২শে মে, ২০২৩

‘দ্য কেরালা স্টোরির’ প্রভাব: কাশ্মীরী ছাত্রদের উপর রড দিয়ে হামলা

জম্মুর গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে (জিএমসি) প্রোপাগান্ডামূলক দ্য কেরালা স্টোরি সিনেমা নিয়ে অভিযোগ করায় একটি গ্রুপ লোহার রড দিয়ে হামলা চালিয়ে একদল কাশ্মীরী ছাত্রকে আহত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ মে সোমবার সকালে।

জম্মু ও কাশ্মীর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে, "আমরা জিএমসি জম্মু থেকে দুঃখজনক হামলার খবর পেয়েছি। জানতে পেরেছি যে কেরালা স্টোরি ইস্যুতে হামলার ফলে একদল কাশ্মীরি ছাত্র আহত হয়েছেন। তাদের উপর লোহার রড দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় ১ ছাত্র গুরুতর জখম হয়েছেন।

লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করায় ১২ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের ছাত্ররা দ্য কেরালা স্টোরি মুভি নিয়ে আলোচনার সময় করা কিছু মন্তব্যে আপত্তি জানিয়েছিল।

এদিকে জম্মুর এসএসপি, চন্দন কোহলি এক বিবৃতিতে বলেছে যে জম্মুর জিএমসি হোস্টেলে কিছু ছাত্র এবং বহিরাগতদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করার কথা জানালেও এখনো হামলাকারীদের আটক করেনি।

উল্লেখ্য, ভারতে ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়া এবং ইসলাম বিদ্বেষী জিঘাংসা ও অস্থিরতা দিনদিন তীব্র আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ মুভিটি মুক্তির পর যেভাবে মুসলিমদের উপর সহিংসতা হয়েছিল, সেভাবে ‘দ্য কেরালা স্টোরির’ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মনগড়া তথ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়ানো সিনেমার মাধ্যমে সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীদের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে নির্দোষ মুসলিমদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. The Kerala Story: Kashmiri students beaten up in Jammu after altercation over movie - https://tinyurl.com/2p8h98s8

নবীজিকে (ﷺ) নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট ও ‘দ্য কেরালা স্টোরির’ কুপ্রভাব

মহারাষ্ট্রের আকোলায় নবী (ﷺ) ও মুসলিমদের নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি আপত্তিকর পোস্ট করে 'ছত্রপতি সেনা' নামক উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর নেতা করণ সাহু। আপত্তিকর ইনস্টাগ্রাম পোস্টের প্রতিবাদ করায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালিয়েছে উগ্র হিন্দুরা। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্টে ঘটনাটিকে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত প্রোপাগান্ডামূলক চলচ্চিত্র দ্য কেরালা স্টোরিকে দায়ী করা হয়েছে। এ ছবিটিতে কেরালা নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

১৩ মে, শনিবার গভীর রাতে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই সহিংসতায় এক পথচারীর মৃত্যু হয় এবং আরও অনেকে আহত হয়। এরপর থেকে পুলিশ ২৮ জনেরও বেশি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ের।

জেলা প্রশাসন ফৌজদারি কার্যবিধির (CrPC)-এর ১৪৪ ধারা জারি করেছে - যা একটি এলাকায় চার বা তার বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। রবিবার (১৪ মে) সকাল থেকে ইন্টারনেট পরিষেবাও ৪৮ ঘণ্টার জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সহিংসতার সূত্রপাত হয় আকোলা 'ছত্রপতি সেনা' নামক উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীটির নেতা করণ সাহুর একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সাহুর ব্যাপক ফলোয়ার রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় এবং নবীকে নিয়ে বিতর্কিত পোস্টটি ইনস্টাগ্রামে আপলোডের কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজার হাজার লাইক, কমেন্ট পড়ে। এবং তার অনুসারীরা তাদের হ্যান্ডেলগুলিতেও এটি শেয়ার করা শুরু করে। রাতের দিকে ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকের কাছে পৌঁছেছিল এবং মুসলিম নেতারা কাছাকাছি রামদাসপেঠ থানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

“ইশার নামাজে শেষ করে অনেক মুসলিম পোস্টটি নিয়ে কথা বলে, এবং থানায় রওয়ানা দেয়। রওয়ানাকারীদের মাঝে একজন স্থানীয় মুসলিম জানান, 'ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আমাদের নবীকে অবমাননা করা হয়েছে, সাথে মুসলমানদের টার্গেট করার কথা জানানো হয়েছে। পুরো পোস্টটি উস্কানিমূলক ছিল এবং আমাদের অনুভূতিতে আঘাত করার অভিপ্রায়ে পোস্ট করা হয়েছে।'

অনেক আশা নিয়ে মুসলিমরা থানায় যাওয়ার পর পুলিশ তাদের অভিযোগ আমলে নিতে অস্বীকার করে। ফলে পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে হতে থাকে।

“কিছুক্ষণের মধ্যেই হিন্দু কুচক্রীমহল মুসলিমদের থানায় যাওয়া ঘটনাকে বিকৃত করে গুজব রটায়। যে মুসলিমরা হামলা চালানোর জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেছে। জেলা পরিষদের সদস্য দ্বীনেশ্বর সুলতান বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটলেও, এটি হিন্দুদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এবং পার্শ্ববর্তী গলিতে একমাত্র মসজিদে প্রবেশ করে হামলা চালায়।

পথচারীর মৃত্যুর কারণ

হিন্দুদের হামলায় বিলাস গায়কওয়াড় নামে ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। তাকে মুসলিম সন্দেহে খুন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গায়কওয়াড় একটি অটোরিকশা চালাচ্ছিল। যখন হিন্দু জনতা তাকে আক্রমণ করে, তখন “তিনি বারবার জনতাকে বলতে থাকেন যে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের নন। কিন্তু কোন কিছুই বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনতাকে থামাতে পারেননি। অন্য একজন বলেছেন যে, হিন্দুরা তার পরিচয় ভুল করার কারণ হল তার অটোরিকশাটিতে "কেজিএন" লেখা ছিল। কেজিএন মানে খাজা গরীব নওয়াজ ওরফে খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি, যিনি একজন সম্মানিত মুসলিম বুযূর্গ ছিলেন। যাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই শ্রদ্ধা করে।

তথ্যসূত্র:

1. One Dead, Several Injured in Communal Violence in Maharashtra’s Akola Over Instagram Post (The Wire) - https://tinyurl.com/4psf7hfb

‘থুক জিহাদের’ অভিযোগে দিল্লিতে জুসের দোকানে বজরং দলের হানা

বজরং দলের সদস্যরা এক হিন্দু দোকানের মালিক রাজু তার দোকানটি প্রাক্তন নামে রেখে একজন মুসলিম জুস বিক্রেতার কাছে ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে। দিল্লির নাজফগড়ে জুসের দোকানের মালিক রাজু, তার দোকান, ‘রাজু জুস অ্যান্ড শেকস’, মুহাম্মদ জায়েদকে ভাড়া দেয়, যিনি ব্যানারের নীচে দোকানটি চালান।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জাফরান স্কার্ফ পরিহিত বজরং দলের হিন্দুত্ববাদী সদস্যরা হিন্দু নামের ব্যানারে একজন মুসলিম ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

দোকানটি মোহাম্মদ জায়েদ নামে একজন চালাচ্ছেন তা দেখে তারা আপত্তি জানায় এবং মালিক রাজুকে দোকানের নাম পরিবর্তন করে ‘হিন্দু নামের’ পরিবর্তে ‘মুসলিম নাম’ রাখতে বলে। "দোকানের চালক যদি মুসলিম হয় তাহলে নেমপ্লেটে হিন্দু নাম কেন লেখা আছে?" তখন দোকান মালিক জানান যে নামটি ভাড়া নেওয়ার আগে থেকেই ছিল। "নাম যে কোনো হতে পারে। তাতে সমস্যা কি..?"

হিন্দুত্ববাদীরা তখন মালিককে বলেছে, দোকানটি যে চালাচ্ছেন তার নামে রাখতে হবে। হিন্দু নাম দেবেন না, বিভ্রান্তি তৈরি করবেন না। কারণ মুসলিমরা থুক জিহাদ এবং অন্যান্য অনুরূপ জিনিস চালায়।

বজরং দলের লোকেরা তখন মালিককে দোকান হিন্দু লোককে ভাড়া দিতে বলে। তারা বলে সেই হিন্দুকে ভাড়া দিতে, “যে হিন্দু জুস তৈরি করতে পারে। মুসলিমরা জুসে থুতু দিতে পারে, এবং হিন্দুরা তা পান করবে। কেউ জানে না, তারা এতে থুথু থেকে খারাপ কিছু বা এতে প্রস্রাব দিতে পারে। হিন্দুদের পুরুষত্বহীন করার জন্য ওষুধ দিতে পারে।

'লাভ জিহাদ'-এর মতো 'থুক জিহাদ' (থুতু জিহাদ) হল একটি হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যা মুসলিম সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াসে তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'লাভ জিহাদ'-এর মতো 'থুক জিহাদ' ‘ল্যান্ড জিহাদ’ এগুলোর শেষে জিহাদ শব্দ থাকলেও এগুলো ইসলামি শরিয়তের কোন বিধান বা পরিভাষা নয়। এগুলোর সাথে মুসলিমদের কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দুরা মুসলিমদের হয়রানি করতে কাল্পনিক যুক্তিতে এগুলোকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1/ ‘Thook jihad’: Bajrang Dal creates ruckus at Muslim run juice shop in Delhi -https://tinyurl.com/mv7hxda2

২০শে মে, ২০২৩

পালটে যাচ্ছে ইয়েমেনের পরিস্থিতি

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্। সাম্প্রতিক সময়ে দলটি ইয়েমেন জুড়ে তাদের উপস্থিতি ও সামরিক অপারেশনের পরিধি বাড়িয়েছে। এতে ইসলাম বিরোধী মিলিশিয়া বাহিনীগুলোতে প্রতিনিয়ত হাতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে।

বিশেষ করে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে আরব আমিরাতের ভাড়াটে বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'র মাঝে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। উভয় বাহিনীই একে অপরের বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশন ঘোষণা করেছে। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম ২ মাসেই আরব আমিরাতের ভাড়াটে বাহিনীতে হতাহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছিল ৪ শতাধিক, যার ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র থেকে জানা যায়, আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ গত ১লা মে থেকে ১১ মে পর্যন্ত আরব আমিরাতের বাহিনীকে লক্ষ্য করে ছোট-বড় অন্তত ১৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে ৯টি অভিযানই পরিচালনা করা হয়েছে আবয়ান প্রদেশে এবং বাকি ৪টি শাবওয়াহ প্রদেশে।

আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্রমতে, মুজাহিদদের একটি স্নাইপার অভিযানে আল-বাকিরা এলাকায় ৩ শত্রুসেনা নিহত হয়েছে এবং বাকিরা চেকপয়েন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রমতে, আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদদের বাকি ১৪টি অভিযানে আরও কয়েক ডজন শত্রু হতাহত হয়েছে। পাশাপাশি মুজাহিদগণ শত্রুদের একটি অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং ৬টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদদের অধিকাংশ সামরিক অভিযানগুলিই চালানো হচ্ছে আদনে আবয়ানে। রাজ্যটিতে মুজাহিদদের তীব্র অভিযানের ফলে গত মাসের শেষ নাগাদ ৪টি এলাকা থেকে পিছু হটেছে আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়ারা। ফলে মুজাহিদগণ এসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই অঞ্চলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন।

আদনে আবয়ানে সামরিক অপারেশন ছাড়াও, আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ ইয়েমেনের শাবওয়াহ, মা'রিব, হাদরামাউত, আল-মাহরাহ প্রদেশ এবং ইডেন শহরের নিকটতম আল-কুদ শহরের বেশ কিছু এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

মুজাহিদদের সাম্প্রতিক অভিযানে ইবনে জায়েদের বাহিনীতে ক্ষয়ক্ষতির কিছু চিত্র...

https://alfirdaws.org/2023/05/20/63192/

১৯শে মে, ২০২৩

ভারতে মুসলিমদের প্রতি বাড়ছে সহিংসতা: গণহত্যার অশনি সংকেত

ভারতে মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের জিঘাংসা ও সহিংসতা দিনদিন বেড়ে তীব্র আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে হিন্দুদের প্রায় প্রতিটি উৎসবেই মুসলিমদের উপর সহিংসতা বহুগুণে বেড়ে যায়।

হিন্দুদের অন্যতম একটি উৎসব হলো রাম নবমী। ১৯৭৯ সালে রাম নবমী উপলক্ষে প্রথম বড় দাঙ্গার খবর পাওয়া গিয়েছিল। জামশেদপুরে তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) বালাসাহেব দেওরাসের তীব্র উস্কানিমূলক বক্তৃতার ফলে সৃষ্ট দাংগায় ১১৬ জন নিহত হয়েছিল।

এরপর ১৯৯২ সালে 'আরএসএস পরিবার' তথা আরএসএস-এর আদর্শের অধীনে একত্রিত বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সম্মিলিত প্লাটফর্ম অযোধ্যা অভিমুখে রথ যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেছিল। এটিই মূলত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য দায়ী, যে ঘটনা তখন সমগ্র ভারতে মুসলিমদের প্রতি সহিংসতার সূত্রপাত করেছিল।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এই আরএসএস পরিবারের অংশ। তারাও বছরের পর বছর ধরে সহিসংতা চালিয়ে আসছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা রাম নবমীর আয়োজনে প্রায়শই খোলা অস্ত্র এবং ইচ্ছাকৃত উস্কানিমূলক বিভিন্ন প্রদর্শনী করে, ঘনবসতিপূর্ণ মুসলিম এলাকার মধ্য দিয়ে মিছিল করে এবং মুসলিমদের মসজিদ, পবিত্র স্থান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে উস্কানিমূলক স্লোগান দেয়। এসব কাজে আরএসএস ও বিজেপি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

আরএসএস কী এবং ক্ষমতাসীন বিজেপির সাথে এটি কতটা জড়িত?

আরএসএস একটি মুসলিম-বিরোধী হিন্দু সশস্ত্র আধা-সামরিক সংগঠন। আরএসএস এবং বিজেপি উভয়ই একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা একই আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রতি চার মন্ত্রীর মধ্যে তিনজনই আরএসএস-এর। আর, আরএসএস-এর মতো উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলিই ভারতের মুসলিমদের প্রতি সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে।

এই বছর (২০২৩) রমজানে ভারতের ১০ টি রাজ্যে অন্তত ২৮টি স্থানে রাম নবমীর মিছিলের সময় উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড, ভাংচুর এবং সহিংস সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। হিন্দু মিছিলকারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘনবসতিপূর্ণ মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করেছে (কখনও কখনও মিছিলের রুটের অনুমতি ছাড়াই) এবং উচ্চ-আওয়াজে উস্কানিমূলক স্লোগান এবং সাউন্ড বক্সে হাই ভলিওমে হিন্দুত্ববাদী পপ গান বাজিয়েছে। এ বিষয়গুলোই তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ, ছুরি এবং তরবারি দিয়ে হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তাছাড়া দিল্লি পুলিশ যেভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরিস্থিতি মোকাবেলা করে, তা কোনো ভাবেই প্রশংসনীয় নয়। সাধারণত, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তার অধীনস্থ থাকে। ফলস্বরূপ, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সময় তাদের নিরপেক্ষতা প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এমনকি সহিংসতার সময় পুলিশ প্রত্যক্ষ এবং প্ররোক্ষভাবে হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলাও চালিয়েছে।

মুসলিম গণহত্যার প্রেক্ষাপট তৈরী

মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করতে হিন্দুরা একের পর এক মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু তৈরী করছে। প্রোপাগান্ডামূলক সিনেমা বানিয়ে হিন্দু মুসলিমদের মাঝে মেরুকরণ করছে।

‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমাটি মুক্তির পর যেভাবে মুসলিমদের উপর সহিংসতা হয়েছিল, সেভাবে ‘দ্য কেরালা স্টোরির’ কুপ্রভাবও পড়তে শুরু করেছে সমাজে।

মনগড়া তথ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়ানো সিনেমাগুলোর মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীরা সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীদের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে নির্দোষ মুসলিমদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীরা রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে ধীরে ধীরে মুসলিম গণহত্যার দিকে যাচ্ছে। এর ঘোষণা এখন হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতারা প্রকাশ্যেই দিচ্ছে।

মুসলিমদেরকে জাতিগত নির্মূল করার যে প্রক্রিয়া তার পূর্ব ধাপগুলো সম্পন্ন করে মূল নিধন পর্বে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা। ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডকে বিশ্লেষকগণ গণহত্যার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এগুলোকে গণহত্যার অশনি সংকেত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তারা।

এ ব্যাপারে প্রফেসর গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টন বিগত (১০/০১/২২ সালে) টুইটারে ভারতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা শুরু হওয়ার ব্যাপারে জরুরী সতর্ক বার্তা দিয়েছেন।

জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক স্ট্যান্টন বলেছেন, ভারত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গণহত্যা চালানোর ৮ম ধাপে আছে। আর এক ধাপ পরেই শুরু হতে পারে মুসলিম গণহত্যা।

প্রফেসর স্ট্যান্টন হলেন “গণহত্যার ১০ ধাপ” তত্ত্বের স্থপতি এবং অলাভজনক সংস্থা জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা। এই সংগঠন গণহত্যার পূর্বাভাস জানায় এবং গণহত্যাসহ আরও অন্যান্য উপায়ে মানুষ হত্যা প্রতিরোধে কাজ করেন।

তথ্যসূত্র:

1. Why violence towards India’s minorities is increasing (Qantara.de) - https://tinyurl.com/58pb6abx

কাশ্মীরে 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে বিতর্কের জেরে মুসলিম ছাত্রদের মারধোর

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে বিতর্কের পর কাশ্মীরে সরকারি মেডিকেল কলেজে হিন্দু ছাত্রদের হামলার শিকার হয়েছেন বেশ কিছু মুসলিম ছাত্র। হামলার হিংস্রতায় হাসিব নামে একজন মুসলিম ছাত্র গুরুতর আহত হন, তার মাথায় ১০টি সেলাই লেগেছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্র আহত হয়।

গত ১৫ মে কাশ্মীরের 'জম্মু সরকারি মেডিকেল কলেজ' ক্যাম্পাসের হোস্টেলে ঢুকে মারধরের ঘটনাটি ঘটায় উগ্র হিন্দুরা।

জানা যায়, কলেজ সংশ্লিষ্ট খবরাখবর সম্বলিত একটি অনলাইন গ্রুপে এক হিন্দু ছাত্র 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে একটি ভিডিও লিংক পোস্ট করে। পোস্টে সে দাবি করে, 'জাগ্রত লোকেদের জন্য অবশ্যই এটি দেখা উচিত, কারণ এটি বাস্তব ঘটনার আলোকে নির্মিত হয়েছে।' কলেজ গ্রুপে এ ধরণের পোস্টের ফলে অন্যান্য ছাত্ররা বিরোধীতা করে, বিশেষ করে কাশ্মীরি ছাত্ররা। তারা যুক্তি দিয়ে বলছিল যে, 'কলেজ গ্রুপ এ ধরণের বিষয় প্রচারের সঠিক প্ল্যাটফর্ম নয়।'

এমন বিরোধীতার পর থেকেই মুসলিম ছাত্রদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল হিন্দু ছাত্ররা। ফলে বেশ কিছু দিন ধরে ক্যাম্পাসে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল মুসলিম ছাত্ররা। আর এর পরই কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদের রুমে ঢুকে মুসলিম ছাত্রদের মারধর করে উগ্র হিন্দুরা। এমনকি বহিরাগত হিন্দুদের ডেকে এনে লোহার রড দিয়ে মুসলিমদের ওপর হামলা চালায় তারা।

সম্প্রতি ভারতে নির্মিত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী মিথ্যা প্রোপাগান্ডা মূলক ফিল্ম 'দ্য কেরালা স্টোরি'। এর আগে গত বছর কাশ্মীরের ইতিহাস বিকৃত করে নির্মিত হয় 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'। মাত্র এক বছর পার না হতেই ফের মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডামূলক এই ফিল্মটি নির্মিত হয়। ভারত সরকার ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে এসব ফিল্মগুলোকে। এর ফলে ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এবং এ বিদ্বেষ শুধু তাদের হৃদয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং মুসলিমদের খুন ও রক্তাক্ত করেই এর প্রতিফলন ঘটাচ্ছে তারা।

এখানেই শেষ নয়, মুসলিম ছাত্রদের মারধরের ঘটনায় অন্যান্য হিন্দু ছাত্ররা মারধরের ঘটনায় প্রতিবাদ না করে উল্টো হামলার পক্ষে সাফাই গাইছে। মুসলিম ছাত্রদের দেশদ্রোহী বলে তকমা দিচ্ছে।

https://twitter.com/ModifiedAayush/status/1658366581897043968

তথ্যসূত্র:

------

1. Kashmiri students were attacked by a mob in the campus hostel following an argument over Hindutva propaganda film 'The Kerala Story' - https://tinyurl.com/ycaubt7f

2. Kashmiri students "Assaulted" at Jammu’s Govt Medical College Over ‘The Kerala Story’. - https://tinyurl.com/53h5n3w2

বিএসএফের গুলিতে আবারো এক বাংলাদেশি নিহত

ফের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছেন এক বাংলাদেশি কৃষক। ২২ বছর বয়সী নিহত যুবকের নাম মো. মঞ্জুরুল ইসলাম বলে জানা গিয়েছে।

গত ১৬ মে রাতে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর সীমান্তের কামারপাড়ার বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। মধ্যরাতে এলাকাবাসী সীমান্ত এলাকায় গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় একজন বাংলাদেশির লাশ পড়ে আছে সীমান্তের বাংলাদেশ অভ্যন্তরে। এ সময় লাশের গায়ে অন্তত ৪টি গুলি চিহ্ন দেখতে পান স্থানীয়রা।

বাংলাদেশে ঢুকে সাধারণ মুসলিমদের লক্ষ্য করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নির্যাতন ও হামলাকে রুটিন ওয়ার্কে পরিণত করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সিমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

চলতি মাসেই কুমিল্লায় সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে গুরুতর আহত হয় এক নিরীহ কৃষক। অন্যদিকে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সীমান্ত এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে কৃষক ও রাখালদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে ভারতীয় বাহিনী। ফলে এক রকম আতংকের মধ্যে দিন যাপন করছে স্থনীয়রা কৃষক ও রাখালরা। সম্প্রতি সেখানে বাংলাদেশের ৫০০ মিটার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে তিন রাখালকে নির্যাতন শুরু করে ভারতীয় বাহিনী। এ ঘটনায় স্থানীয়রা একত্রিত হয়ে ভারতীয় বাহিনীকে ধাওয়া করলে অস্ত্র ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় বিএসএফ।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারের ভারতকে কড়া জবাব দেয়ার সুযোগ ছিল, তা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি কথিত এই গণতান্ত্রিক সরকার। উল্টো ফেলে রাখা অস্ত্র ফেরত দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী(বিজিবি); এবং বিএসএফের কাছে অস্ত্র ফেরত দেয় তারা। বাংলাদেশ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে কোন কারণ বা প্রকার উস্কানি ছাড়াই হরহামেশা গুলি চালিয়ে বাংলাদেশি মুসলিমদের হত্যা করছে বিএসএফ।

তথ্যসূত্র:

১। দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে বাংলাদেশি নিহত - https://tinyurl.com/2c8hme7k

২। রাজশাহীর খরচাকা সীমান্তে কৃষক-বিএসএফ উত্তেজনা! - https://tinyurl.com/yckjxtzf

---

১৭ই মে, ২০২৩

সোমালিয়ায় মার্কিন কনভয়ে অ্যাম্বুশ: ৪ অফিসারসহ ২৭ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মার্কিন বাহিনী ও তাদের প্রশিক্ষিত আলফা গ্রুপের যৌথ একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে অ্যাম্বুশ করেছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে অন্তত ২৭ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ১০ মে রাজধানী মোগাদিশুর উপকূলীয় এলাকার একটি সড়কে বিকট শব্দে পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিকট এই বিস্ফোরণের লক্ষ্যবস্তু ছিল মার্কিন বাহিনী ও তাদের প্রশিক্ষিত সোমালি সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বিশেষ বাহিনী "আলফা গ্রুপ"।

ক্রুসেডারদের যৌথ এই সামরিক কনভয়টি রাজধানীর উপকূলীয় এলাকা হয়ে কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। আর তখনই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, এতে কনভয়ে থাকা ২টি গাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং আরও কয়েকটি গাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি, সাঁজোয়া যানগুলিতে থাকা ক্রুসেডার ও তাদের মিত্র সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়।

এদিকে বিস্ফোরণের পর মার্কিন ও তাদের মিত্র সৈন্যরা কনভয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ শুরু করেন মুজাহিদগণ। এতে শত্রু বাহিনীতে হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, হারাকাতুশ শাবাবের দুঃসাহসী এই অভিযানে অন্তত ২৭ শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে। এদের মাঝে ৪ জন সামরিক অফিসার রয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। এরা হলো আলফা গ্রুপের অপারেশনাল কমান্ডার আডাম গিলি, মেকানিজম অফিসার নূর সোবো এবং আসাদ ও আইলো নামক আরও দুই অফিসার।

তবে হতাহতদের মাঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কত সৈন্য রয়েছে তা এখনো সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায়নি। কেননা বিস্ফোরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্কিন সেনাদের রক্ষা করতে ঘটনাস্থলে ২টি হেলিকপ্টার চলে আসে। এতে মুজাহিদগণ দ্রুত ট্যাক্টিক্যাল রিট্রিট করেন।

মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে হতাহত শত্রুসেনাদের উদ্ধার করতে সেখানে ৪টি হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। হেলিকপ্টারগুলো হতাহত সেনাদের বহন করে রাজধানীতে নিয়ে যায়। একারণে শাবাবের পক্ষ থেকে বরকতময় এই অভিযানে শত্রু বাহিনীর চূড়ান্ত হতাহতের সংখ্যা জানানো সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য যে, আশ শাবাব ২০০৬ সাল থেকে এই অঞ্চলে পশ্চিমা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। তাদের দীর্ঘ এই যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, এই অঞ্চল থেকে পশ্চিমা-সমর্থিত সরকারকে উৎখাত করে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতকে অচিরেই হিন্দু জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হবে: হিন্দু ধর্মগুরু

হিন্দু ধর্ম প্রচারক ও বাবা বাগেশ্বর ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বলেছে ভারত একটি হিন্দু জাতি এবং অচিরেই তা ঘোষণা করা হবে।

বিহারে একটি অনুষ্ঠানে আধ্যাতিকতা সম্পর্কিত বক্তব্য দেওয়ার সময় ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী ভারতকে একটি হিন্দু জাতি হিসাবে উল্লেখ করে। সে বলেছে, ‘একদিন এক সাধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আমি হিন্দু জাতির পক্ষে ওকালতি করছি, এটা কীভাবে সম্ভব? আমি তাকে বলেছিলাম, ভারত ইতোমধ্যেই একটি হিন্দু জাতি। অচিরেই তার ঘোষণা দেওয়া হবে।’

রাষ্ট্রীয় জনতা দলের জাতীয় মুখপাত্র বলেছে, ‘ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর পাটনা সফর সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, সে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্যের কথা বলবে ধর্মকে ভিত্তি করে। আমাদের আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সে পাটনায় এসেছিল বিজেপি এবং আরএসএস-এর রাজনৈতিক এজেন্ডা চালাতে।’

উল্লেখ্য, আগেও অনেক হিন্দু নেতারা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করার কথা বলেছে। এমনকি হিন্দু ধর্মগুরুরা ভারতের জন্য নতুন সংবিধান রচনার ঘোষণাও দিয়েছে। তারা এমন ভারত চায় যেখানে মুসলিমদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না বা থাকলেও মুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবে।

অথচ, সেক্যুলার নেতারা বরাবরের মতোই মুসলিমদেরকে যুগ যুগ ধরে বোকা বানিয়ে আসছে যে, ভারতে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

-----

1. ‘India already Hindu nation…’: Baba Bageshwar creates controversy in Bihar -https://tinyurl.com/5yscmnk7

১৬ই মে, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মে ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/05/16/63151/

১৪ই মে, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || জাজিরাতুল আরবের কালো পতাকাবাহী মুজাহিদদের উৎসবমুখর ঈদ

জাজিরাতুল আরবের বরকতময় ভূমি ইয়েমেনের আদনে আবয়ানে দিন দিন আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হচ্ছে মুজাহিদগণ। আর এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্। সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীটির অফিসিয়াল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ৫:২০ মিনিটের একটি ভিডিও রিলিজ করা হয়েছে।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রচারিত ভিডিওটিতে আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কিছু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করা হয়। সেই সাথে মুজাহিদদের উৎসবমুখর ঈদের সময়গুলোও এতে যুক্ত করা হয়।

সব একসাথে: **https://file.fm/u/ytwdr65tb**

https://alfirdaws.org/2023/05/14/63144/

তেলেঙ্গানা: বাসে 'সিট না ছাড়ায়' মুসলিম ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে হিন্দু এসআই

বাসে নিজের সিট ছেড়ে না দেওয়ায় ভারতের তেলেঙ্গানায় এক হিন্দু সাব-ইন্সপেক্টর একজন মুসলিম ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ১০ মে জাগতিয়াল শহরে। ২২ বছর বয়সী ভুক্তভোগী মুসলিম ছাত্রীর নাম শাইক ফাতিমা।

অভিযুক্ত এসআই এর স্ত্রী বাসে উঠে বোরকা পরিহিত ঐ মুসলিম ছাত্রীকে তার সিট খালি করে দিতে বলে। ফাতিমা নিজের সিট ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালে, ঐ মহিলা তার স্বামী এসআই অনীলকে ফোন করে।

জগতিয়াল গ্রামীণ থানার এসআই অনিল কুমার আরও কিছু কনস্টেবলকে সাথে নিয়ে ঐ বাসের পথ রোধ করে। এরপর বাসে উঠে ফাতিমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পাশাপাশি, ইসলাম ও মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

মুসলিম ছাত্রীটি জানিয়েছেন, যখন সে তার মোবাইল ফোনে ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করছিল, তখন এসআই অকথ্য গালিগালাজ করে তার ফোন ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় ঐ সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে জাগতিয়ালে মুসলিমরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তিতে এসআই অনীল এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

তথ্যসূত্র:

1/Telangana cop booked for assaulting Muslim woman for 'not giving seat' https://tinyurl.com/ypv2ccxv

2/a Muslim girl who was travelling in RTC bus with her mother was assaulted by SI Anil Kumar in Jagtial. https://tinyurl.com/bdepwvyk

---

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানের হৃদয় জুড়ানো দৃশ্য: পর্ব-২

পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদার সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হিসেবে পরিচিত হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। সোমালিয়ার পাশাপাশি কেনিয়া ও ইথিওপিয়ায় এই মুজাহিদগণ ইসলাম বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।

গত মার্চ মাসে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে অন্তত ৭০টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ৯টি অভিযান চালানো হয়েছিল বার্সাঞ্জোনী, জুবাইদ, জানী-আবদী, বারিরী, দারুণ-না'আমা, বারধারি ও রুউন-নিরগুড শহরে।

শাবাবের এই ৯ অভিযানে তুরস্ক, আমেরিকা, কেনিয়া, ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়ার দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যসহ অসংখ্য দখলদার সৈন্য হতাহত হয়েছে। শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, হতাহতের এই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক।

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এসব অভিযানের হৃদয় জুড়ানো কিছু দৃশ্য...

সব একসাথে: **https://file.fm/u/nfvdw677c**

https://alfirdaws.org/2023/05/14/63138/

আফগান নারীদের যে সংবাদ হলুদ মিডিয়ায় আসে না (ভিডিও)

https://alfirdaws.org/2023/05/14/63134/

১৩ই মে, ২০২৩

ফিলিস্তিন জুড়ে ইসরাইলি বাহিনীর আগ্রাসন, নিহত ২১ মুসলিম

ইহুদীদের হাতে আবারও রক্তাক্ত হয়েছে মুসলিম ভূমি ফিলিস্তিন। গত ৯ মে স্থানীয় সময় রাত ২টার দিকে গাজা উপত্যকায় ঘুমন্ত মুসলিমদের ওপর চলে ইসরাইলি বাহিনীর মুহুর্মুহু বিমান হামলা। গাজার রাফা এবং খান ইউনুস শহরের বিভিন্ন স্থানকে লক্ষ্য করে চলে এসব হামলা।

বর্বরোচিত এসব হামলায় এখন পর্যন্ত ৪ নারী ও ৪ শিশুসহ ২১ জন মুসলিম নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন ইসলামিক জিহাদের ৩ নেতা ও তাদের স্ত্রী সন্তানেরা। আহত হয়েছেন ৬০ এর অধিক মুসলিম।

তবে এই আগ্রাসন শুধুমাত্র গাজায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। গাজায় বিমান হামলার পাশাপাশি গোটা ফিলিস্তিন জুড়েই বিচ্ছিন্নভাবে হামলা চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী ও ইহুদি নাগরিকরা। এসব হামলায়ও দুই মুসলিম যুবক নিহত হয়েছেন। পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে রাত্রিকালীন অভিযান চালিয়ে খুন করা হয় তাদের। এছাড়া, গ্রেফতার করা হয়েছে ৪ ফিলিস্তিনি যুবককে।

এদিকে জেরুজালেমে মুসলিম বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে ব্যাপক আকারে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়েছে। মুসলিমদের ওপর ইসরাইলি বাহিনীর আগ্রাসী আচরণ অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি ফিলিস্তিনি ভেবে এক ইহুদি নারীকেও গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইলি বাহিনী। এ সময় ঐ ইহুদি নারী হিজাব পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে ছিল। বাহ্যিকভাবে ইসলামী বেশভূষা থাকার কারণেই ইসরাইলি বাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয় সে নারী!

তথ্যসূত্র:

------

1. Update on Gaza death toll: 21 Palestinian killed, 64 injured in the lsraeli aggression - https://tinyurl.com/kmvpu9yf

2. Breaking: lsraeli warplanes target a vehicle in Gaza Strip, killing two Palestinians - https://tinyurl.com/39tt4p8r

3. BREAKING: Two Palestinian young men were shot dead last night by Israeli gunfire in the town of Qabatiya, north of the occupied West Bank, according to local sources. The two were identified as Rani Qutnat and Ahmad Jamal Assaf - https://tinyurl.com/5afuk7k3

4. According to Hebrew: The young girl who was shot and killed today was a mentally ill Israeli colonizer who disguised herself in Muslim clothing - https://tinyurl.com/mppv3p38

বিমানবন্দর আধুনিকায়নে ইসলামি ইমারতের কার্যকরী পদক্ষেপ

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত একটি ক্ষেত্র হচ্ছে বেসামরিক বিমান সেক্টর। আফগানিস্তানের পুনর্গঠন কার্যক্রমে বদ্ধপরিকর ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ তাই এই খাতে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে ক্ষমতা আসার পর থেকেই। এবার বেসামরিক বিমান চলাচলকে আধুনিকায়ন করতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলামি ইমারত প্রশাসন।

আফগানিস্তানের প্রধান তিনটি বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের জিএএসি-নামক একটি হোল্ডিং কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ইসলামি ইমারত। দশ বছর মেয়াদী এই চুক্তির আওতায় কোম্পানিটি কাবুল, কান্দাহার এবং হেরাতের তিনটি প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস, তথ্য প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলো পরিচালনা করবে। আফগানিস্তানের পরিবহন ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী গোলাম জিলানি পোপাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তানের বিমানবন্দরগুলোর মানোন্নয়ন হবে এবং স্থিতিশীলতা আসবে। ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স আফগানিস্তানের প্রতি নজর দেবে। পাশাপাশি, অনেকে এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া, বহির্বিশ্বের সাথে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ খুলে দেবে এই চুক্তি।

এর বাইরে, দেশের অভ্যন্তরেও অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তৈরি হবে। ইতোমধ্যে আফগানিস্তানের প্রায় এক হাজার স্থানীয় লোককে বিমানবন্দর পরিচালনার বিভিন্ন কাজে উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে জিএএসি।

আফগানিস্তানের বেসামরিক বিমান চলাচল সেক্টরটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। মার্কিন নেতৃত্বাধীন দখলদার বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরগুলোতে তাণ্ডব চালিয়ে অনেক ক্ষতি করে যায়। ফলশ্রুতিতে, অনেক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স আফগানিস্তানে তাদের ফ্লাইট বাতিল করেছিল।

এখন প্রায় দুই বছর পর, আফগানিস্তানের বিমানবন্দরগুলো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য কর্মক্ষমতা এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছে জিএএসি।

বিমানবন্দরের কর্মক্ষমতার উন্নতির জন্য তারা ব্যবস্থাপনা, গ্রাউন্ড সাপোর্ট যন্ত্রাদি এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ৬ লাখ ৪১ হাজার ডলার বিনিয়োগও করেছে বলে জানায় কোম্পানিটি। রানওয়ের লাইট মেরামত, জেনারেটর স্থাপন, এক্স-রে মেশিন সরবরাহ, মেটাল ডিটেক্টর, এবং বিস্ফোরক অনুসন্ধানী যন্ত্র সরবরাহ করা, অস্থায়ী টার্মিনাল বিল্ডিং নির্মাণ, বিমানবন্দরের কর্মীদের খাবার ও পানি দেওয়া এবং আরও কিছু ক্ষেত্রে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে।

জিএএসি ২০২০ সালের নভেম্বরে তৎকালীন দখলদার মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান সরকারের সাথে প্রথম চুক্তি করেছিল। এরপর ২০২২ সালের মে মাসে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এখন সর্বশেষ তৃতীয় বারের মতো আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক তিনটি বিমানবন্দর পরিচালনার বিষয়ে চুক্তি করলো তারা।

আফগানিস্তানে কার্যক্রম শুরু করার পর এখন পর্যন্ত প্রায় ১.৫ মিলিয়ন যাত্রীকে মানসম্মত সেবা দিয়েছে এবং ৪০,০০০ টনের অধিক মালামাল স্থানান্তর করেছে জিএএসি।

তথ্যসূত্র:
1. UAE’s GAAC Signs Contrat to Operate Afghanistan’s Airports – https://tinyurl.com/3cx8uaa8
2. GAAC to Uplift Afghanistan’s Airports to the Modern Era - https://tinyurl.com/3x5yz6en

---

১১ই মে, ২০২৩

মুজাফফরনগর সহিংসতা ও গণধর্ষণ: ন্যায় বিচার মিলবে কি?

উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগর জেলায় ২০১৩ সালে মুসলিম বিরোধী সহিংসতায় কমপক্ষে ৪২ জন মুসলিম নিহত হয়েছিলেন। এই দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন ৫০,০০০ এরও বেশি মানুষ। এদের বেশিরভাগই মুসলিম। এছাড়াও গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন অসংখ্য মুসলিম নারী। এই নৃশংস গণহত্যা ও গণধর্ষণের ১০ বছর পার হয়েছে। আর বিচারের নামে প্রহসন দীর্ঘায়িত হয়েছে।

এই ১০ বছরে ঐ নৃশংস ঘটনাগুলোর মাত্র একটির বিচার হয়েছে। গত ০৯ মে ঐ দাঙ্গায় এক মুসলিম মহিলাকে গণধর্ষণের একটি মামলার রায় হয়েছে। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ধর্ষণের শিকার মুসলি নারী জানিয়েছেন, দাঙ্গার সময় তিন জন লোক তাকে মারধর ও ধর্ষণ করেছে। ঘটনার সময় তার তিন মাস বয়সী ছেলেকে তারা জিম্মি করে রেখেছিল।

ভারতে মুসলিম গণহত্যা কিংবা মুসলিম নারীদের গণধর্ষণের ঘটনাগুলো সিংহভাগই ন্যায় বিচারের মুখ দেখে না। যেমন, অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও বিচার পাননি গুজরাটে হিন্দুদের সহিংসতা ও গণধর্ষণের শিকার বিলকিস বানু। আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ সাবস্ত হওয়ার পরেও বিচারক অপরাধী হিন্দুদের মুক্তি দেয়। অথচ এই নৃশংস অপরাধীরা ৬ মাসের গর্ভবর্তী বিলকিস বানুকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছিল। এমনিভাবে আসিফা বানুকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন করার ঘটনায়ও কোন বিচার হয়নি।

তথ্যসূত্র:

------

1. Two convicted for gang rape during Muzaffarnagar violence -https://tinyurl.com/25b9ukpw

---

‘দ্য কেরালা স্টোরি’: মুসলিম গণহত্যার প্রেক্ষাপট তৈরির নতুন ইস্যু

ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিতে সিনেমাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে ভারতের বিজেপি, আরএসএস সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো। গত বছর ইতিহাস বিকৃত করে নির্মিত কাশ্মীর ফাইলস সিনেমার মাধ্যমে হিন্দুদের মাঝে লুকায়িত মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী দলগুলো, এমনকি স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেই সিনেমার খুব ভূয়সী প্রশংসা করেছিল।

সিনেমার মাধ্যমে মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডা মূলক তথ্য ভারত জুড়ে প্রচার করার যে পরিকল্পনা আরএসএস নিয়েছে, তারই অংশ ছিল কাশ্মীর ফাইলস। তারই ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়েছে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ সিনেমাটি। বাঙালি পরিচালক সুদীপ্ত সেনের এই ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চলছে বিতর্ক। অবশেষে ৫ মে ভারতে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি।

এই সিনেমায় হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ ও লাভ জিহাদের মতো মনগড়া বিষয়বস্তুকে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সিনেমার গল্পে বলা হয়েছে, কেরালার এক হিন্দু কলেজ ছাত্রী শালিনী উন্নিকৃষ্ণাকে টার্গেট করে তারই এক মুসলিম সহপাঠিনী, যার যোগাযোগ আছে 'মৌলবাদীদের' সঙ্গে।

তাদের পরিকল্পনায় ওই হিন্দু ছাত্রীর সাথে এক মুসলিম যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। পরবর্তিতে তাদের বিয়ে হয় এবং ওই ছাত্রীটিকে মৌলবাদে দীক্ষিত করা হয়। নাম বদলে ফাতিমা হয়ে যাওয়া শালিনীকে তারপর ইসলামিক স্টেটে পাচার করে দেওয়া হয়। শেষে ফাতিমা প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে। জেরার মুখে সে জানায়, কেন ও কীভাবে সে তথাকথিত ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছিল।

সিনেমায় আরও বলা হয়েছে এভাবেই ৩২,০০০ হিন্দু নারী লাভ জিহাদের কারণে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে আইএস (ইসলামিক স্টেট) এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের একজন আইনজীবী আলিম আলবুহারি বলেন, সুদীপ্ত সেন যেটাকে সত্য কাহিনী বলে বর্ণনা করছেন, তার কোনও ভিত্তিই নেই।

কেরালা পুলিশের তৎকালীন ডিজি জ্যাকব পুন্নুশের দাবি, ৩২ হাজার হিন্দু মেয়েকে মুসলিম ছেলেরা বিয়ে করেছে বলে সিনেমায় যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

একটা মিথ্যা কথা শতবার বললে মানুষ সেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোও ঠিক সেটাই করছে। মিথ্যা বানোয়াট কাহিনীকে সিনেমায় রূপ দিয়ে সাধারণ হিন্দুদের মনে অবচেতন ভাবেই মুসলিম বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

আর এসব আয়োজন সবই করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ফলে পুরো ভারত জুড়েই মুসলিম বিদ্বেষ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সাধারণ হিন্দুদের মনেও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা তৈরি হচ্ছে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক চারু গুপ্তা জানিয়েছেন, যখন কোনো মুসলিম নারী হিন্দু কোনো পুরুষকে বিয়ে করে তখন হিন্দু এই গোষ্ঠীগুলো সেটাকে দেখায় স্বর্গীয় ভালবাসা হিসেবে। কিন্তু যখন তার উল্টোটা ঘটে, তখন সেটা হয়ে যায় প্রতারণা, জবরদস্তি, লাভ জিহাদ। । কথিত লাভ জিহাদের উপর গবেষনা করে তিনি ‘মিথ অব লাভ জিহাদ’ নামে একটি বই লিখেছেন।

দেখা যাচ্ছে, এসব সিনেমাগুলো প্রোপাগান্ডামূলক হওয়ার কথা হিন্দুরাই স্বীকার করেছে। সুস্থ বিবেক বুদ্ধির যে কেউ এটা বুঝতে পারবে। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দল সিপিআইএম বলছে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ আসলে ধর্মান্তরকরণ, লাভ জিহাদ ইত্যাদি নিয়ে আরএসএস এর মিথ্যা প্রোপাগান্ডারই চিত্রায়ন। মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন এই ছবিকে প্রোপাগান্ডামূলক ছবি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

এদিকে হিন্দুত্ববাদী আরএসএস ও বিজেপি’র সদস্যরা ব্যাপকভাবে এই সিনেমার প্রচার-প্রসার-প্রশংসা করছে। ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ এর মত এই সিনেমারও পক্ষ নিয়েছে স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ ছবির পক্ষে সাফাই গেয়ে বক্তব্যও দিয়েছে মোদি। মূলত এসব ছবির মাধ্যমে ভারতে মুসলিমদের ভিটে মাটিতে আগুন লাগাতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার।

মুসলিম গণহত্যার পথ সহজ করতেই একের পর এক মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু তৈরী করছে হিন্দুত্ববাদীরা। সাধারণ হিন্দুদের মনেও ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে। আর এই প্রোপাগান্ডমূলক সিনেমাগুলো সেই পালে জোর হাওয়া দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. ‘The Kerala Story’ exposed terror ploys in state, says Narendra Modi at Karnataka rally (Scroll) - https://tinyurl.com/yfp5jd39

2. ‘The Kerala Story’ review: All about Islamophobia (Scroll) - https://tinyurl.com/bd2hhxpd

3. ভারতে হাজার হাজার নারী 'ইসলামিক স্টেটে যোগদানের' গল্প নিয়ে সিনেমা, বিতর্ক তুঙ্গে- https://tinyurl.com/2m5mxcj3

4. the-kerala-story-is-a-made-up-story-says-former-police-chief/

- https://tinyurl.com/54e7yzjm

দেশে ফিরতে শুরু করেছেন আফগান শরণার্থীরা

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান থেকে প্রায় ৬০০ আফগান শরণার্থী গত সপ্তাহে আফগানিস্তান ফিরেছেন বলে জানিয়েছে দেশটির শরণার্থী ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গত দুদিনে ৫৭৯জন আফগান শরণার্থী আফগানিস্তানে ফিরেছেন। এই শরণার্থীরা কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। এর মধ্যে গত সোমবারে ৩৪৩ জন এবং মঙ্গলবারে ২৩৬ জনের একটি দল আফগানিস্তানে পৌঁছেছেন।

পাকিস্তান ও ইরানেই প্রায় ৫০ লক্ষ আফগান শরণার্থী বসবাস করছেন বলে তথ্য রয়েছে। তালিবান সরকারের অধীনে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় এসব শরণার্থীরা ধীরে ধীরে তাদের জন্মভূমি আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতে ফিরে আসতে শুরু করেছেন।

গত সপ্তাহে বাখতার নিউজ এজেন্সির এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ইতোমধ্যে ৫৪,০০০ এর অধিক আফগান শরণার্থী ইরান থেকে দেশে ফিরেছেন।

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত প্রশাসন বিদেশে অবস্থান করা আফগান শরণার্থীদেরকে নিজ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে পুনর্গঠনে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

তথ্যসূত্র:

1. Around 600 Afghan refugees return home recently from Pakistan - https://tinyurl.com/23cbmzkr

---

ফটো রিপোর্ট || শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সোমালিয়ান শিশুদের উৎসবমুখর ঈদ

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া। কুফফার জোট বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসীকতার সাথে লড়ে যাচ্ছেন এ ভূমির মুজাহিদগণ। তারা তাদের সন্তানদেরকে আগামীর সোনালী খিলাফার নতুন ভোরের জন্য প্রস্তুত করছেন। যুবকরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে খিলাফাহ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের সামরিক কাফেলায়।

কুফফার বাহিনী ও তাদের তাঁবেদার প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধের মধ্যেই আরও একটি পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছেন সোমালিয়ার মুসলিমরা। হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামি শরিয়াহ্ শাসিত বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও ব্যাপক জনসমাগমের মধ্যে পালিত হয়েছে এই ঈদ। সেখানে শিশুদের ঈদ আনন্দ ছিলো দেখার মতো।

হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি রাজ্যগুলিতে ঈদ আনন্দ বাড়াতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। সাধারণ মানুষ ঈদের ছুটির দিনগুলোতে এসব অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বাচ্চারা ছিল সেসব অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। তাদের হাতে শোভা পেয়েছে খেলনা ও গায়ে নতুন জামাকাপড়। তবে অধিকাংশ বাচ্চার হাতেই ছিল খেলনা পিস্তল ও মেশিনগান, যেন তারা সকলেই আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ হবার বাসনা ব্যক্ত করছে।

মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের এসব ঈদ আয়োজন শুধু এখানে বসবাসরত জনগণই উপভোগ করেননি। বরং পশ্চিমা সমর্থিত প্রশাসনের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকেও অসংখ্য মানুষ ঈদের ছুটি কাটাতে মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এসেছেন।

শরিয়ার ছায়াতলে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার শিশুদের ঈদ উৎসবের কিছু হৃদয় জুড়ানো দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2023/05/11/63110/

১০ই মে, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || মে ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/05/10/63102/

০৮ই মে, ২০২৩

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || এপ্রিল, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/05/08/63094/

ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে আহত বাংলাদেশি

কুমিল্লা সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছে এক বাংলাদেশি সাধারণ কৃষক। কুমিল্লার বুড়িচংয়ে গত ৩ মে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিকেল বেলা সীমান্ত এলাকায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান কৃষক জালাল হোসেন। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তাকে পিছন থেকে গুলি করে। পরে স্থানীয়রা বিজিবির সহযোগিতায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কৃষক জালাল হোসেনকে উদ্ধার করে। পরে তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে প্রতিটি আলোচনাতেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেও, ভারতের পক্ষ থেকে কখনই ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। প্রতিনিয়তই এমন খবর পাওয়া যায় যে, সীমান্তে বাংলাদেশীদের উপর বিএসএফ গুলি চালিয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশের প্রশাসন ভারতকে একের পর এক বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারতকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে একতরফা ট্রানজিটের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছে, ‘ভারতকে যা দিয়েছি, সারা জীবন মনে রাখবে।’

কিন্তু ভারত কিছুই মনে রাখে না। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্যগুলোও তারা দিতে চায় না। উপরোন্তু, বিএসএফ এর গুলিতে নিরীহ বাংলাদেশীদের রক্তে মানব রচিত কাঁটা তারের সীমান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত সিক্ত।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলো হচ্ছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার। অন্য কোনো দেশের সীমান্তে কিন্তু বিএসএফ এমন সাহস দেখাতে পারে না। তেমন পরিসংখ্যানও

পাওয়া যায় না। ভারতের প্রতি বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণেই চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে সাধারণ বাংলাদেশীদের।

তথ্যসূত্র:
1. সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে কৃষক আহত - https://tinyurl.com/5heawcy5

০৭ই মে, ২০২৩

নারী অধিকার নিয়ে তালিবানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব

সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আফগান নারীদের ইস্যুতে তালিবান সরকারের গৃহীত নীতিমালার ব্যপারে নিন্দা জানিয়েছে। কথিত নারী অধিকার ফিরিয়ে দিতে তালেবান নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘে এই নিন্দা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে মুসলিম প্রধান দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান।

উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানে জাতিসংঘের অধীনে কাজ করে আসছিল বেশ কিছু আফগান নারী। ইমারাতে ইসলামিয়া কর্তৃক শরয়ী আইনকে অমান্য করে চলছিল তাদের কার্যক্রম। ফলস্বরুপ, ইমারতে ইসলামিয়া তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর এ নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ তাদের সকল মানবিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে আফগানিস্তানে। কিন্তু ইমারতে ইসলামিয়া শরিয়াহর নীতিতে কোনো ছাড় দিতে রাজি হয়নি। ফলে জাতিসংঘ পুনরায় দেশটিতে তাদের কাজ শুরু করে এবং নতুন কৌশলে ইমারতে ইসলামিয়ার বিরোধীতায় সরব হয়ে উঠে।

নারী অধিকার নিয়ে আরব আমিরাত ও জাপানের নিন্দা প্রস্তাবে বলা হয়, আফগানে নারী অধিকার ইস্যুতে তালিবানের নিষেধাজ্ঞা জাতিসংঘের ইতিহাসে নজিরবিহীন। তাদের দাবি, এটি মানবাধিকার এবং মানবিক নীতিকে ক্ষুণ্ন করেছে। জাতিসংঘে এই নিন্দা প্রস্তাবটির পক্ষে ৯০টিরও বেশি দেশ সমর্থন দিয়েছে।

ফলে জাতিসংঘ ইমারতে ইসলামিয়াকে এক রকম হুমকি দিয়ে জানিয়েছে, ‘আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ, মুসলিম বিশ্ব এবং পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষ আফগান নারীদের পক্ষে আছে। আফগানিস্তানের নারীদের নাম সমাজ থেকে মুছে ফেলার ঘটনায় বিশ্ব চুপ করে বসে থাকবে না।’

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূতও বলেছে, ‘আমরা তালেবানের নারী ও মেয়েদের নিপীড়নের পক্ষে দাঁড়াবো না। এই সিদ্ধান্তগুলো অমার্জনীয়। পৃথিবীর আর কোথাও এমন দেখা যায় না। তালেবানের এই আদেশ আফগানিস্তানের অপূরণীয় ক্ষতি করছে।’

অর্থাৎ আরব-আমিরাত, জাপান ও তাদের প্রস্তাব সমর্থনকারী দেশসমূহ বলতে চায় যে, তালিবান মুজাহিদরা নারীদের কথিত স্বাধীনতা হরণ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অর্থাৎ আফগান নারীদেরকে পর্দার বিধানের আওতায় এনে অশ্লীলতা, পাপাচার আর যৌন হয়রানির দ্বার বন্ধ করে দেয়াটা জাতিসংঘের দৃষ্টিতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন।

অথচ, আফগানিস্তানে দীর্ঘ দিন ধরে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ন্যাটো জোট লক্ষ লক্ষ নিরীহ বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করেছে, আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে। শুধু শিশুদের হিসেবই যদি ধরা হয়, দেখা যায় দৈনিক গড়ে ৫ জন শিশু হতাহত হয়েছে। আর এমন আগ্রসন চলেছে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর। এর আগে রাশিয়া ও বৃটেনও আগ্রাসন চালিয়েছে কয়েক দশক ধরে।

শিশুদের নিয়ে কাজ করা সংস্থা ইউনিসেফ এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫-২০২১ পর্যন্ত ২৮,৫০০ নিষ্পাপ আফগান শিশু প্রাণ হারিয়েছে আমেরিকার হাতে। ইউনিসেফ ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত হতাহত শিশুর সংখ্যা প্রকাশ করেনি। অথচ আমেরিকার আগ্রাসন প্রথম দিকেই সবচেয়ে বেশি তীব্র ছিল। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের করা রিপোর্টেই যদি ২৮,৫০০ শিশুর কথা উল্লেখ্য থাকে তাহলে বাস্তবতা কত ভয়াবহ তা সবার কাছেই স্পষ্ট।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট' অনুসারে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ন্যাটো জোটের হামলায় আফগানিস্তানে কমপক্ষে ১,৭১,০০০ জন নিহত হয়েছেন। শরনার্থী হয়েছেন প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষ। এছাড়াও যুদ্ধের অন্যান্য পরোক্ষ কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্ভবত অনেক বেশি।

আফগানিস্তানে আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের এমন বর্বরতা সত্ত্বেও কোন মানবাধিকার সংস্থা আমেরিকা বা ন্যাটোর বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা প্রস্তাব পাশ করেনি। এমনকি কোনো মুসলিম দেশও মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি। অথচ তারাই আজ কথিত নারী অধিকার ইস্যুতে জাতিসংঘে ইমারতে ইসলামিয়ার শরয়ী বিধানের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব তুলেছে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তালিবান প্রশাসন ইসলামি শরিয়াহ্ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ সকল আফগান নাগরিকদের জীবন, সম্পদ আর সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Taliban must ‘swiftly reverse’ crackdown on women’s rights: UN - https://tinyurl.com/mwpp2wyp

3. Over 28,000 children killed in Afghanistan since 2005 – UNICEF – https://tinyurl.com/28hsps93

4. Costs of War - https://tinyurl.com/4yrpsw8k

5. Civilian casualties in the war in Afghanistan (2001–2021) - https://tinyurl.com/2xaxe86

০৬ই মে, ২০২৩

কর্ণাটকে হিন্দু মেয়ের সাথে কথা বলায় মুসলিম ছাত্রের উপর হামলা

ভারতের কর্ণাটকে এক হিন্দু মেয়ের সাথে কথা বলার কারণে একজন মুসলিম ছাত্রের উপর এক দল উগ্র হিন্দু হামলা চালিয়েছে। হামলার শিকার ১৭ বছর বয়সী মোহাম্মদ ফারিস পুট্টুরের সরকারী প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ফারিস তার এক মেয়ে সহপাঠীর সাথে জুস খাচ্ছিলেন। এতে একদল হিন্দুত্ববাদী কর্মী লোহার রড দিয়ে তাকে নির্মমভাবে পিটিয়েছে। গত ২ মে দক্ষিণ কন্নড় জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে।

ফারিস বারবার আক্রমণকারীদের বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা মধ্যে কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা তার কথায় কোনো কান দেয়নি। ফারিস বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর রিপোর্ট অনুসারে ফারিস তার সহপাঠীর সাথে কথা বলার সময়, চারজন হিন্দু তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে মারধর করে। হামলাকারী হিন্দুরা হচ্ছে দীনেশ গৌড়, প্রজওয়াল, নিশান্ত কুমার এবং প্রদীপ।

এ ঘটনায় পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Muslim student assaulted with rod for speaking to female Hindu friend in Karnataka -https://tinyurl.com/2xp368bk

---

আফগানিস্তানে মাদকের কোনো চিহ্ন থাকবে না: জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ

মাদক উৎপাদন ও পাচারের বিরুদ্ধে এক গুরুতর যুদ্ধ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামি ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ। আফগানিস্তানে যেন মাদকের কোনো প্রকার চিহ্ন না থাকে সে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আরও বলেন, মাদক ব্যবসা প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সালের আগস্টে ইসলামি ইমারতের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশাল সংখ্যক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেশি দেশগুলোর প্রতি জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আহ্বান জানান যে, তাদের উচিৎ আফগানিস্তান থেকে মাদক পাচারের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়া। আর মাদকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আফগানিস্তানের সরকার ও জনগণকে সহায়তা করা। পাশাপাশি আফিমের বিকল্প অন্য ফসল উৎপাদনে সাহায্য করা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মাদক চাষ, উৎপাদন ও ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ইসলামি ইমারতের গুরুত্ব প্রদান আফগানিস্তানের বর্তমান শাসনব্যবস্থার প্রতি অন্যান্য দেশের আস্থা বৃদ্ধি করবে। এতে আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ও প্রসারে অন্যান্য দেশ এগিয়ে আসবে।

ইসলামি ইমারতের সর্বোচ্চ নেতা আমিরুল মু’মিনিন হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিযাহুল্লাহ কয়েক মাস আগে মাদকের চাষ, উৎপাদন, ব্যবসা এবং মাদক গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটি ফরমান জারি করেছেন। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করেছেন যে, যারা এই আদেশ অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধে ইসলামি আইন অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, আফগানিস্তানের অনেক কৃষক ইতোমধ্যে আফিমের পরিবর্তে আসাফেতিদা নামক এক ধরনের শস্য উৎপাদন শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি অনেকে জানিয়েছেন, দেশটিতে মাদক পাওয়া এখন কঠিন হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Efforts Being Made to Eradicate All Traces of Drugs - https://tinyurl.com/3swjm7j8

০৫ই মে, ২০২৩

গরু চোর সন্দেহে ভারতে দুই মুসলিমকে পিটুনি: একজন নিহত

ভারতের পৃথক স্থানে গরু চোর সন্দেহে দুই জন মুসলিমকে আটক করে প্রচণ্ড মারধর করেছে হিন্দু জনতা। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ভারতের মুজাফফরনগরে মুকিম নামে একজন যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পিটানো হচ্ছে। পরে তার মৃত্যু হয়। হিন্দুরা তাকে গরু চোর ভেবেছিল।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, মহারাষ্ট্রের লাতুরে গরু পূজারীরা, গবাদি পশু পরিবহনকারী একজন মুসলিম ড্রাইভারকে আটক করে। পুলিশ সদস্য সোমে মুন্ডে, দুই কনস্টেবল এবং তিন হোম গার্ডের উপস্থিতিতে প্রচন্ড মারধর করে। তারপর মুসলিম চালককে একটা গরুর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করে।

আফজাল কুরেশি নামে একজন স্থানীয় মুসলিম পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন যেন ঐ চালককে লাঞ্ছিতকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আফজাল কুরেশি বলেছেন, ঐ চালক পাটোদা ভিত্তিক পশুর বাজার থেকে একটি মিনি-ট্রাকে মোট ১৫ টি গবাদি পশু বোঝাই করে ২৩ এপ্রিল আউসা বাজারে যাচ্ছিলেন। তার কাছে পশু কেনাবেচার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি কাগজপত্র ছিল। কিন্তু বাজারে পৌঁছানোর আগেই হিন্দুরা তার গাড়ির পথ আটকে দেয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্মমভাবে মারধর করে।

পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হামলাকারী হিন্দুদের বিচার না করে উল্টো পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এনে চালকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করে।

লাতুরের এসপির মতে, মারধরের শিকার ঐ ব্যক্তি আতঙ্কিত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এভাবে প্রতিনিয়তই মুসলিমদের উপর কারণে অকারণে চড়াও হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। তাদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ নিরীহ মুসলিমরা। এদিকে ভারতীয় প্রশাসন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরাধীদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরও উসকানি দিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী নেতা ও ধর্মগুরুরা।

তথ্যসূত্র:

1/ Muslim man in Maharashtra forced to wear skull cap and bow before cow by vigilantes -https://tinyurl.com/4su9bju7

2/मुजफ्फरनगर: पेड़ से बांधकर मुकीम नामक युवक को डंडे से बेरहमी से पिटा गया मुकीम कार खराब होने के वज़ह से पैदल आ रहा था लोगो ने समझा पशु चोर ।बिना पुलिस को सूचना दिये भीड़ अपना फ़ैसल कर सज़ा भी देने लगी हैं ! https://tinyurl.com/2d9vwyk6

০৪ঠা মে, ২০২৩

কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসন: এক যুবক গুম, অপর যুবক গ্রেফতার

গত ২৯ এপ্রিল থেকে কাশ্মীরে এক মুসলিম যুবক নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ ঐ যুবকের নাম আমান আইয়াজ খান (১৯)।

আইয়াজের বাড়ি উত্তর কাশ্মীরের বারমুল্লা জেলায়। জানা যায়, ঘটনার দিন বিকেলে সে তার খাওয়াজাবাগ এলাকার বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর সে ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজার পরও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে, উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলা থেকে অপর এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় বাহিনী। এই গ্রেফতারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ঐ যুবকের বিরুদ্ধে মুজাহিদ সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনেছে ভারতীয় বাহিনী।

এভাবে, গত কয়েকদিন ধরে কাশ্মীরে ব্যাপক হারে গ্রেফতার অভিযান চলছে। মাত্র এক সপ্তাহে অন্তত ২০০ মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে তারা। এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে যুবকদের গ্রেফতার করছে ভারতীয় বাহিনী।

তথ্যসূত্র:

------

1. Youth goes missing in Baramulla - https://tinyurl.com/bdz4um43

2. Indian troops arrest youth in Kupwara - https://tinyurl.com/2ykz9t2j

3. Indian troops arrest several including religious leader in Poonch

- https://tinyurl.com/2p9heaan

নয় বছর থাইল্যান্ড ডিটেনশন সেন্টারে বন্দী থাকা দুই উইঘুরের মৃত্যু

আরও একজন উইঘুর শরণার্থী মারা গেছেন থাইল্যান্ডে। চীনের কবল থেকে পালিয়ে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন উইঘুর মুসলিমরা। এর মধ্যে থাইল্যান্ডে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিলেন ৫০ জনের মতো। কিন্তু

তাদেরকে ২০১৪ সাল থেকেই ডিটেনশন সেন্টারে বন্দী করে রেখেছে থাইল্যান্ড। এদের মধ্য থেকে এ বছর দুইজন উইঘুর মারা গেছেন।

গত ২৪শে এপ্রিল মাত্তুহতি মাত্তুরসুন (মুহাম্মাদ তুরসুন নামেও পরিচিত) নামে একজন উইঘুর মুসলিমের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করেছে বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেস। ৪০ বছর বয়সী তুরসুন সোয়ান ফ্লো অভিবাসী ডিটেনশন সেন্টারে থাকাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে ২১শে এপ্রিল একটি স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি একই ডিটেনশন সেন্টারে ৪৯ বছর বয়সী উইঘুর আজিজ আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

থাই কর্তৃপক্ষ অবশ্য এখনও তুরসুনের মৃত্যুর ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি। তবে স্থানীয় দাতব্য কাজে জড়িত এবং ডিটেনশন সেন্টারে খাবার ডোনেশনকারী চালিদা তাজারুয়েনসুক বলেন, অন্যান্য উইঘুররা তুরসুনের মৃত্যুর খবরের সত্যতা জানিয়েছেন। এছাড়াও তার ব্যক্তিগত এক পুলিশ সূত্রও তুরসুনের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ইসলাম কাউন্সিলও বলেছে যে, তারা তুরসুনের দেহ গত সপ্তাহেই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যাংককের একটি মসজিদের পাশে তাকে কবরস্থ করেছেন।

মাত্র তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দুইজন মধ্য বয়স্ক উইঘুর পুরুষের মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই ডিটেনশন সেন্টারের শোচনীয় পরিস্থিতিকেই নির্দেশ করে বলে মনে করে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। আরও ভালো পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন তারা।

“ভেতরে যে খুবই খারাপ পরিস্থিতি তা পরিষ্কার। সেখানকার খাবার-দাবার ও বসবাসের ব্যবস্থা খুবই নিম্ন মানের। এক জায়গায় অনেক মানুষ গাদাগাদি করে রাখা হয়। আর সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানে খুবই সাদামাটা ও প্রাথমিক স্তরের একটি স্বাস্থ্য কক্ষ রয়েছে। কিন্তু কোনো ডাক্তার নেই, আছে কেবল নার্স,” বলছিলেন চালিদা।

উইঘুরদেরকে মুক্ত করে দিতে মানবাধিকার কর্মীরা আহ্বান জানিয়েছেন থাইল্যান্ড প্রশাসনের প্রতি। অন্তত উইঘুরদের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো যেন নিশ্চিত করা হয় এবং যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয় সেই দাবিও জানিয়েছেন তারা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ১৭৩ জন উইঘুরকে ফেরত পাঠিয়েছিল থাইল্যান্ড। এদের অধিকাংশ ছিল নারী ও শিশু। এর এক সপ্তাহ পর আরও ১০৯ জন উইঘুর পুরুষকে চীনে পাঠিয়েছিল থাইল্যান্ড।

তথ্যসূত্র:

1. 2nd Uyghur Detainee Death in Thailand Prompts Calls for Group's Release, Resettlement - https://tinyurl.com/2e34m427

হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বললে গুলি করা হবে: বিজেপি এমএলএ

ভারতের কর্ণাটকে ১০ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনকে ঘিরে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ বহুগুণে বেড়ে গেছে। এমনকি বিজেপি নেতারা নির্বাচনী প্রচারণায় গণহত্যামূলক বিবৃতি দিচ্ছে প্রকাশ্যে।

সম্প্রতি বিজেপি এমএলএ বসানগৌদা পাটিল ইয়াতনাল নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে কর্ণাটকে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছে। এক ভিডিওতে দেখা যায়, সে বলছে, যারা ভারত ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদেরকে রাস্তায় গুলি করে মারা হবে।

কর্ণাটকে বিজয়পুরায় অনুষ্ঠিত জনসভায় ইয়াতনাল বলেছে, 'যদি আপনি আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বা ভারত সম্পর্কে বা হিন্দুদের সম্পর্কে কথা বলেন, তবে আপনাকে [হাতের ইশারা করে দেখায়] গুলি করা হবে।'

একই সমাবেশে, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, কর্ণাটকে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় গেলে যোগী আদিত্যনাথ স্টাইলে শাসন পরিচালনা করবে।

এই বিজেপি নেতা আরো বলেছে, 'যে কেউ ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলবে আমরা তাদের এনকাউন্টার করবো। তাদেরকে জেলে পাঠানো বন্ধ করে, রাজপথেই তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে।'

তথ্যসূত্র:

1/ BJP MLA in Karnataka says those speaking against India, Hindus will be shot -https://tinyurl.com/mu27ndwj

2/Those speaking against India, Hindus will be shot: BJP MLA in Karnataka -https://tinyurl.com/bdhrtz8w

ইসরাইলি কারাগারে মুক্তির দাবিতে অনশনকারী ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু

ইসরায়েলি কারাগারে মৃত্যু হয়েছে খাদের আদনান নামে এক ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মীর। ইসলামি জিহাদ গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগে তাকে আটক করেছিল ইসরাইলি বাহিনী।

'অবৈধভাবে' বন্দী করার প্রতিবাদে তিন মাস আগে কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন খাদের। টানা ৮৬ দিন অনাহারে থাকার পর গত ২ মে ইসরাইলি কারাগারে নিজ সেলে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

খাদেরের স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হওয়ায় তাকে জামিন দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল তার পরিবার। কিন্তু ইসরাইলী আদালত তাকে জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

উল্লেখ্য, খাদেরকে এর আগে আরও ১২ বার গ্রেফতার করেছিল ইসরাইলী বাহিনী। ২০১৫ সালে যখন গ্রেফাতার হন তখনও তিনি অনশন করেছিলেন। একটানা ৫৫ দিন কোনো খাবার গ্রহণ করেননি তিনি।

ওই সময় কথিত 'প্রশাসনিক আটক'-এর অধীনে তাকে আটক করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই বর্বরোচিত আইনের অধীনে যেসব মুসলিমকে আটক করা হয় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী রাখে ইসরাইল।

ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা হামোকেদের তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলের কারাগারে বর্তমানে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি ফিলিস্তিনি মুসলিম বন্দী রয়েছেন। কোনো ধরনের অভিযোগ ও বিচার কার্যক্রম ছাড়াই ১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে আটকে রেখেছে ইসরাইল।

তথ্যসূত্র:

------

1. Khader Adnan dies in Israeli prison after 86-day hunger strike - https://tinyurl.com/f7c349d6

2. Who was Khader Adnan, the Palestinian who died on hunger strike? - https://tinyurl.com/3vttf9bd

---

০২রা মে, ২০২৩

ইউপিতে দুই মুসলিম কিশোরী এক মাস ধরে নিখোঁজ: পুলিশ নিষ্ক্রিয়

পূর্ব উত্তর প্রদেশের কুশিনগর জেলায় গত ২৭শে মার্চ দুই মুসলিম কিশোরী নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ মেয়েদের পরিবার এ ব্যাপারে অপহরণ মামলা দায়ের করতে চাইলেও, সেখানকার পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ঘটনার প্রায় এক মাস পর গত ২৮ এপ্রিল গোরখপুর ডিভিশনের পুলিশ মহাপরিদর্শককে চিঠি লিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার এবং মামলা দায়ের করার আহ্বান জানালেও, এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তাদের পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ঐ নিখোঁজ মেয়েদের বয়স ছিল ১৫ বছর। তাদের একজন কুশিনগর জেলার, অন্যজন দেওরিয়া জেলার বাসিন্দা। তাদেরকে কুশিনগরের বুদ্ধ স্নাতকোত্তর কলেজে শেষ দেখা গিয়েছিল।

নিখোঁজ মেয়েদের একজনের বাবা ওয়ালিমুল্লাহ খান বলেছেন, ‘আমাদের সন্দেহ যে, মানব পাচারকারী চক্রের মাধ্যমে তাদের অপহরণ করা হয়েছে। কস্যা থানায় রিপোর্ট করার এক মাস পেরিয়ে গেলেও মামলায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বেও অনেক মুসলিম কিশোরী ও নারীকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। মুসলিম মিররের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এভাবে অপহৃত মুসলিম মেয়েদের অনেককে হিন্দুরা ধর্ষণ করেছে। আবার অনেককে জোরপূর্বক হিন্দু বানিয়েছে। কাউকে হিন্দুদের ভাগওয়া জিহাদের অংশ হিসেবে বিয়ের নামে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে মুসলিম নারীদের গর্ভবতী করেছে। কোনো ক্ষেত্রেই পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

তথ্যসূত্র:

1/UP: Families Accuse Police of Inaction a Month After Alleged Abduction of Two Minor Girls

-https://tinyurl.com/23buve3b

2/Hundreds of Muslim girls being forced into converting to Hinduism in UP

-https://tinyurl.com/3vzhyn8s

০১লা মে, ২০২৩

ঈদের পর কাশ্মীরে ব্যাপক ধরপাকড়, গ্রেফতার অন্তত ৫০

ঈদ মুসলিমদের মাঝে খুশি ও আনন্দ বয়ে আনলেও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে এ চিত্র ভিন্ন রকম। ঈদের পর থেকে সেখানে গত এক সপ্তাহ ধরে ব্যাপক গ্রেফতার অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

ফলে ঈদের আনন্দ ভুলে ভারতীয় সেনাদের গ্রেফতার এড়াতে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে সেখানকার মুসলিমদের। তবুও শেষ রক্ষা হচ্ছে না।

গত ২৬ এপ্রিল পুঞ্চ, রাজৌরি এবং রিয়াসি জেলায় বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে এক ডজনেরও বেশি মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় বাহিনী।

এভাবে কাশ্মীরের অন্তত ১০টি জেলায় গ্রেফতার অভিযান চালিয়েছে তারা। এই গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে। এসব অভিযানে এখন পর্যন্ত অর্ধ শতাধিক মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় বাহিনী।

তথ্যসুত্র:

------

1. Indian troops arrest over a dozen youth in Sopore; CASOs continue in IIOJK -https://tinyurl.com/2baf3sfp
2. Indian police arrest two youth in IIOJK

-https://tinyurl.com/2p96hsu5

রাস্তায় ঈদের নামাজ পড়ায় ভারতে ১,৭০০ মুসলিমের নামে মামলা

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর গত ২২ এপ্রিল মুসলিমদের পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হয়েছে। ঈদের সালাত আদায়ের জন্য মুসলিমরা ঈদগাহ কিংবা মসজিদে সমবেত হয়েছেন। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হল, ভারতের বেশ কিছু এলাকায় প্রশাসনের নানা কঠোরতার কারণে মুসলিমরা পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত খুশি মনে আদায় করতে পারেনি। ঈদের সালাত আদায়কারীদের নানা ভাবে হয়রানি করা হয়েছে।

বেগমপুরওয়া পুলিশ আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'কে জানিয়েছেন, ‘ঈদের দিন সকাল ৮টার দিকে নামাজের ঠিক আগে মুসল্লি বেশি হওয়ায় ঈদগাহ [মসজিদের] সামনের রাস্তায় ভিড় জমে যায়। ফলে সবাই সড়কে চাটাই বিছিয়ে নামাজ পড়া শুরু করেন। এতে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। কিন্তু মুসল্লিরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করেই নামাজ আদায় করেন।’

এভাবে উত্তর প্রদেশের কানপুরের তিনটি এলাকায় মসজিদের বাইরে রাস্তায় নামাজ পড়ার জন্য ১,৭০০ জনেরও বেশি মুসলিমের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাবু পুরওয়া এবং জাজমাউ থানায় দায়ের করা তিনটি এফআইআর থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পিটিআই-এর মতে, সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর ওমবীর সিং বাজারিয়া থানায় একটি এফআইআর নিবন্ধন করে। এতে সেখানকার ১,৫০০ জন অজ্ঞাত মুসল্লি এবং একটি মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যদের অভিযুক্ত করা হয়। এর বাইরে, জাজমাউ থানায় প্রায় ২০০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, এবং বাবু পুরওয়া থানায় প্রায় ৫০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মুসল্লিদের বিরুদ্ধে ধারা 186 (কর্তব্য পালনে সরকারী কর্মচারীকে বাধা দেওয়া), 188 (সরকারি কর্মচারী কর্তৃক যথাযথভাবে প্রচারিত আদেশ অমান্য করা), 283 (জনসাধারণের পথে বাঁধা দেওয়া), 341 (অন্যায় আচরণের শাস্তি) এবং 353 (অপরাধমূলক কাজে বল প্রয়োগ) ধারায় মামলা করা হয়েছে।

পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে মুসল্লিদের আটক করতে শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মুহাম্মদ সুলেমান বলেছেন, ‘লোকেরা মুসলমান হওয়ার কারণেই তাদের টার্গেট করা হচ্ছে। অন্যথায়, হিন্দুরা যখন রাস্তা বন্ধ করে মিছিল ও শোভাযাত্রা করে তখন তাদের কিছুই করা হয় না।’

তথ্যসূত্র:

----

1. 1,700 Muslims booked for offering Eid namaz on roads in Kanpur -https://tinyurl.com/2cnaaxhk

---

মালিতে জোড়া ইস্তেশহাদী অপারেশন: দেড় শতাধিক শত্রু হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও কুফফার বাহিনীর মাঝে পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। সম্প্রতি দেশটির মোপ্তি রাজ্যে কুফফার বাহিনীর একটি বিমান ঘাঁটি ও তার নিকটবর্তী একাধিক সামরিক ঘাঁটিতে ২টি ইস্তেশহাদী অপারেশনসহ ইনগিমাসী অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ। এতে শুধু রাশিয়ার ওয়াগনার বাহিনীরই অন্তত ২৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও আরও অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://j.top4top.io/p_2674xb5351.png

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২২ এপ্রিল সকালে রাজ্যটির সেভারে শহরে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিগুলোতে একযোগে ইস্তেশহাদী হামলার পাশাপাশি দুঃসাহসিক ইনগিমাসী অপারেশন পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) ইস্তেশহাদী কমান্ডো মুজাহিদগণ বিস্ফোরক ভর্তি ৩টি গাড়ি নিয়ে বিমান ঘাঁটি ও নিকটস্থ সামরিক ঘাঁটিগুলোর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। এর মধ্যে ২টি গাড়ি তাদের লক্ষ্যে সফলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। এতে বিমানঘাঁটি ও নিকটস্থ সামরিক ঘাঁটির বিশাল একটি অংশ ধ্বসে পড়ে। এরপর ঘাঁটির বাইরে অপেক্ষারত ইনগিমাসী মুজাহিদগণ ঘাঁটিগুলোতে ঢুকে পড়েন। ইনগিমাসী মুজাহিদদের এই অভিযান টানা ২ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলে।

https://k.top4top.io/p_2674uo2xo2.jpg

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, টানা ২ ঘন্টার তীব্র এই অভিযানে রাশিয়ার ভাড়াটে 'ওয়াগনার' বাহিনীর অন্তত ২৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য। এছাড়াও সামরিক ব্যারাকগুলোতে অবস্থান নেওয়া জাতিসংঘ ও মালিয়ান সামরিক বাহিনীরও আরও কমপক্ষে ১৫০ সৈন্য হতাহত হয়েছে। যদিও মালির জান্তা সরকার দাবী করেছে যে, এই অভিযানে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর মাত্র ৩২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

https://l.top4top.io/p_26741tmik3.png

মোপ্তি রাজ্যের কেন্দ্রীয় হাসপাতালের টুইটার থেকে জানানো হয়েছে যে, মুজাহিদদের এই অভিযানে হতাহত সেনাদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের জন্য এখন হাসপাতালে জরুরি ভিত্তিতে বেড এবং প্রচুর পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন।

https://c.top4top.io/p_2674cyki26.jpg

আঞ্চলিক সূত্রগুলি জানিয়েছে যে, জেএনআইএম'র সফল এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামরিক ঘাঁটি এবং বিমানবন্দরে রাশিয়ান ওয়াগনার বাহিনীর বিমানগুলি। আর এই লক্ষ্য তারা অনেকটা সফল হয়েছেন।

জেএনআইএম'র অফিসিয়াল মিডিয়া সূত্রমতে, ইনগিমাসী মুজাহিদগণ এই অভিযানের মাধ্যমে প্রথম দিকেই রাশিয়ান বাহিনীর কয়েকডজন সৈন্যকে হত্যা করেছেন। সেখানে থাকা জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী ও মালিয়ান সেনাদেরও হতাহত করেছেন মুজাহিদরা। একই সাথে মুজাহিদগণ ব্যারাকগুলোতে থাকা লজিস্টিক্যাল এবং সামরিক সরঞ্জামের গুদামঘরগুলোও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

এই অভিযানে বিমানবন্দরে থাকা কতটি বিমান ধ্বংস হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি। কারণ, হামলার পর সামরিক ঘাঁটিতে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হলেও, বিমান ঘাঁটিতে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

https://i.top4top.io/p_2674bmvs20.png

অন্যদিকে, সেভারে সামরিক বিমানবন্দরের দিকে অগ্রসর হওয়া মুজাহিদদের তৃতীয় গাড়িটি লক্ষ্য করে তুরস্কের Bayraktar TB2 ড্রোন থেকে হামলা চালানো হয়।

স্থানীয় কিছু ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, গাড়িটিকে দীর্ঘ সময় ধরে অনুসরণ করে ড্রোনটি। গাড়িটি যখন জনমানবশূন্য সড়ক অতিক্রম করছিল তখন এটিকে টার্গেট করা হয়নি। কিন্তু যখন গাড়িটি একটি বসতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই গাড়িটি লক্ষ্য করে ড্রোন থেকে হামলা চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে ১০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

এরপর মিডিয়াগুলো সামরিক ঘাঁটিতে হতাহত সেনা সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতিকে আড়াল করে ঢালাওভাবে বসতিতে নিহত হওয়া বেসামরিক নাগরিকদের সংবাদটি প্রচার করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, ড্রোন হামলার তথ্যটি গোপন করে তারা প্রচার করে যে, মুজাহিদগণ বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন।

https://d.top4top.io/p_2674v3qlh7.jpg

অপরদিকে প্রতিরোধ বাহিনীর অফিসিয়াল মিডিয়া সূত্র "আয-যাল্লাকা" নিশ্চিত করেছে যে, এই অভিযানের সময় জেএনআইএম'র ১৫ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন। পাশাপাশি, সেদিন মুজাহিদগণ মালিয়ান সামরিক কনভয়, একটি টহল দল ও জাতিসংঘের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে পৃথক আরও ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।